শাক্যমুনিচরিত

পরিশিষ্ট।

তৃতীয় ভাগ।

স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ

প্রণীত।

তদনুগ বন্ধু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্।
ক্ষপয়েৎ কল্পভাষন্তো ন চ বুদ্ধগুণক্ষয়ঃ॥"
ললিতবিস্তরঃ।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১৮০৫ শক।

শাক্যমুনিচরিত

পরিশিষ্ট।

তৃতীয় ভাগ।

স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ

প্রণীত।

তদনুগ বন্ধু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্।
ক্ষপয়েৎ কল্পভাষন্তো ন চ বুদ্ধগুণক্ষয়ঃ॥"
ললিতবিস্তরঃ।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১৮০৫ শক।

অবতরণিকা।

স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের সমুদায় তথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অতি অল্প কাল মধ্যে স্বর্গধামে গমন করিলেন, কিন্তু যাইবার সময় যে বিষয়ে ভার পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে বিস্মৃত হন নাই। এ অতি দুঃখের বিষয় যে তিনি যাহা একান্ত পরিশ্রম করিয়া লিখিলেন, তাহা স্বয়ং সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে সময় পাইলেন না। আমাদের আক্ষেপ বৃথা; কেন না আমাদের আক্ষেপ অপেক্ষা ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায় অতীব গভীরতর। তবে বিশেষ আক্ষেপ এই যে তাঁহার শেষ গ্রন্থ তাঁহার অবলম্বনীয় সমুদায় গ্রন্থগুলি হস্তগত করিয়া তৎসহ মিলাইয়া আমরা পূর্ণাবয়বে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম না। মহাত্মা শাক্যের জীবন ও নির্ব্বাণতত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি ললিতবিস্তরকেই প্রধান অবলম্বন করিয়াছেন, এ অংশ আমরা সাধ্যমত মূলগ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া প্রকাশ করিলাম। প্রচারাংশ এবং পরিচ্ছদগুলি আমরা তেমন যত্ন করিয়া অবলম্ব্য গ্রন্থসমূহের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারিলাম না। উহা তিনি লিখিয়া যদবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন প্রায়

তদবস্থাতেই প্রকাশিত হইল। আমরা উপাখ্যান ভাগে যত দূর হস্তক্ষেপ করিয়াছি "মত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব" সম্বন্ধে তত দূর হস্তক্ষেপ করি নাই। তিনি গভীর আধ্যাত্মযোগে মহাত্মা শাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমাদের কলঙ্কিত হস্ত তাহার অন্যথা করিতে কি প্রকারে সাহসী হইবে? তবে এই কথা বলিতে পারি, তিনি যে তত্ত্ব শাক্যের জীবনাদর্শ লইয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমাদিগের মতদ্বৈধ নাই, থাকিলে আমরা আমাদিগের মত স্বাধীনতার সহিত অন্ততঃ টীকাকারেও প্রকাশ করিতাম। স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের অভিনব দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইবে সন্দেহ নাই। আজ হইবে কি কাল হইবে আমরা নির্দ্ধারণ করিতেছি না, কিন্তু হইবেই হইবে এই কথা বলিতেছি। বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশার্থ আমরা এই অবতরণিকা লিখিতেছি। সুতরাং এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম কি তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। আমরা মহামতি বোধিসত্ত্ব শাক্যের মতনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম, সহৃদয় পাঠকবর্গ স্বয়ং ইহার তথ্যাতথ্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

ঈশ্বর।—বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী এ সংস্কার সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বদ্ধমূল সংস্কার মূলহীন কদাপি হয় না; কিছু না কিছু তন্মধ্যে সত্য অবশ্য আছে ইহা

বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। শাক্য ঈশ্বরসম্বন্ধে সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নাই এ কথা ঠিক, কিন্তু তিনি যে প্রচলিত ঈশ্বরবাদের বিরোধী ছিলেন, তাহা তাঁহার উক্তিতেই প্রতীত হয়। পূর্ব্বকালের বড় বড় ঋষিগণ যে কার্য্যে কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাতে আমি কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইব, তাঁহার মনে যখন এই সংশয় উপস্থিত হইল, তখন তিনি সেই সকল ঋষির অজিতেন্দ্রিয়তা অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের কথা স্মরণ করিয়া সাহসী হইলেন। তাঁহাদিগের ধ্যেয় বিষয় এবং তাঁহার ধ্যেয় বিষয় একান্ত স্বতন্ত্র হওয়াতে তিনি যখন সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের ধ্যেয় বস্তুকে অর্থশূন্য দেখিয়া নিজ সংশয় সংবরণ করিলেন। তিনি অজ্ঞেয়বাদের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষিদিগের ধ্যেয় ঈশ্বর নিরসন করিলেন। সগুণ নির্গুণ, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, কর্ত্তা অকর্ত্তা, ব্যাপী দেশগত, এই সকল গুণের পুরুষরূপী ঈশ্বর দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের ধ্যেয় বিষয়ের প্রতি বীতরাগ হইলেন। ঈশ্বর স্বীকার করিলেই এই সকল বিরুদ্ধ গুণের অন্ততঃ কতক গুলি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তিনি তাহা না করিয়া প্রতিবাদ করিলেন। এই তাঁহার প্রতিবাদই নিরীশ্বরবাদের মূল আমাদিগকে মানিতেই হইবে।

তবে কি আমরা মহামতি শাক্যকে নাস্তিক বলিব? না তাহা বলিতে পারি না। তবে কি তিনি অজ্ঞেয়বাদী?

না তাহাও তাঁহার সম্বন্ধে বলা সাজে না ; কেন না তিনি একালের অজ্ঞেয়বাদিগণের ন্যায় বৈরাগ্য ও ধ্যান সমাধি অর্থাৎ একত্বলাভ বর্জ্জিত নহেন। তবে কি তিনি মানবধর্ম্মবাদী ? না তাহাও নয়, কেন না মানবধর্ম্মবাদিদিগের আদর্শ মনুষ্যগণের অস্তিত্ব নাই,তাঁহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেবল সাধনার্থ মনঃকল্পনাসম্ভূত ; আর ইহলোক তাহাদিগের সর্ব্বস্ব পরলোকের সহিত কোন সংশ্রব নাই। তবে তিনি কি ? তিনি কি, আমরা যাহা বুঝিয়াছি লিখিতেছি, সকলে বিচার করুন।

শাক্য জগতের স্রষ্টা মানিতেন না, সুতরাং তিনি ঈশ্বরশব্দ মুখে আনেন নাই। তাঁহার মতে জগৎ অলীক, অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। অবিদ্যা অজ্ঞানতা যাহার মূল, যাহা মিথ্যাভূত, "অনন্ত জ্ঞানকে" তিনি তাহার কর্ত্তা কি প্রকারে বলিবেন ? তিনি তবে কি এক অনন্তজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ? হাঁ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জ্ঞানবস্তু আকাশস্বরূপ, তাহা শূন্যাকাশ নহে, ধর্ম্মাকাশ। সুতরাং জ্ঞান পুণ্য এই দুয়ের মিলনে তাঁহার প্রাপ্য বস্তু। তবে কি তিনি প্রথম হইতেই এই বস্তু ধরিয়াছিলেন ? না তাহা বলিতে পারি না। তিনি এই বিশ্বাস করিতেন, অন্ততঃ তাঁহার সাধনপ্রণালী দেখিয়া এই প্রতীত হয় যে, তিনি এই অনন্ত পুণ্যময় জ্ঞানবস্তুকে চরম লভ্য নির্ব্বাণ বলিয়া মনে করিতেন, তৎপূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণ অবি-

জ্ঞেয়। বস্তু স্বয়ং স্পর্শ না করিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? এই জন্য উদ্দেশে অজ্ঞেয় বস্তুর আরাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি এমন পথ ধরিয়াছিলেন যে পথ দিয়া গেলে চরমে সেই বস্তুর সংস্পর্শ হইবে। সে পথ এই যে সিদ্ধমুক্ত পুরুষগণের জীবন আপনাতে প্রতিফলিত করা। সুতরাং এই সকল সিদ্ধ মুক্ত পুরুষের চরিত্র তাঁহার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় ছিল। ইটি আর্য্যযোগশাস্ত্রের বিরোধী নহে, কেন না পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রেও এরূপ উপায় অনুমোদিত। তবে কি তিনি এই সকলকে অবতার বলিতেন? না, সেই জ্ঞানবস্তুর সঙ্গে এক বলিয়া স্বীকার করিতেন। তবে ইহাঁরাই কি তাঁহার শেষ গতি ছিলেন? না কখনই নহে। তিনি যে নির্ব্বাণ সামগ্রীর অন্বেষণ করিতেন, এই নির্ব্বাণই তাঁহার নিকটে ঈশ্বরপদে * অভিষিক্ত। নির্ব্বাণলাভের উপায়রূপে তিনি ইহাঁদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আপনার লভ্য সামগ্রীকে তাঁহাদিগের লব্ধ সামগ্রী হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন। সিদ্ধমহাপুরুষচরিত্রচিন্তাই প্রথম সোপান। এইরূপ চিন্তাতে তাঁহাদিগের ন্যায় চরিত্র হইয়া সমুদায় জগৎ ও আত্মাকে

---

* প্রসিদ্ধ কোষকার জৈনধর্ম্মাবলম্বী হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধানে "নির্ব্বাণং ব্রহ্ম নির্বৃতিঃ" এইরূপ লিখিয়া নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মকে এক পর্য্যায় করিয়াছেন।

চিন্তাযোগে উড়াইয়া দিয়া নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। নির্ব্বাণে প্রবেশ এবং ব্রহ্মেতে স্থিতি একই। এ জন্যই বুদ্ধ বলিয়াছেন "ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব।" এ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম; "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বীকৃত হওয়াতে আমরা কি ইহাঁকে পূর্ব্ব আর্য্য ঋষিগণের সঙ্গে এক করিব, কখনই নয়। ঋষিগণ জীবকে ব্রহ্মে নিমগ্ন করিয়া অহংবস্তু স্থির রাখিয়া ব্রহ্ম সহ এক হইয়া যাইতেন, শাক্য ব্রহ্মকে আত্মার ভিতরে ডুবাইয়া অহংকে উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়াছেন, এ প্রভেদ সামান্য প্রভেদ নয়।

জগৎ।—শাক্যের মতে জগৎ কিছুই নয়, উহা অবিদ্যা-সমুৎপন্ন। জ্ঞান থাকিলেই তদ্বিপরীত অজ্ঞান সহজে প্রতিভাত হয়। অজ্ঞান অভাব সামগ্রী, সুতরাং উহা কিছুই নয়। অজ্ঞান অনন্ত জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং এই অজ্ঞানমূলক জগৎ সহ সেই জ্ঞানবস্তু অসংস্পৃষ্ট, ইনি স্রষ্টাও নহেন, কর্ত্তাও নহেন। এই জগৎ অস্তিনাস্তিস্বভাবসম্পন্ন। এই অস্তি নাস্তি লইয়া জৈন-গণের "সপ্তভঙ্গি নয়" সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমরা ঐ সকল জটিল দার্শনিক তত্ত্বের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে চাই না। সহজ বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাতে এই অস্তিনাস্তিস্বভাব সকলকেই মানিতে হয়। এই আছে এই নাই এইরূপ ক্ষণিকত্ব হইতে "অস্তি নাস্তি" কথা

উঠিয়াছে। আছে নাই ইহা দৃশ্যতঃ জগতের সকল বস্তুর স্বভাব। আজ যাহা দেখিতেছি দু'দন পরে তাহা থাকিবে না, এই অনিত্যত্বের উপরে লক্ষ্য করিয়া "অস্তি নাস্তি" মত স্থাপিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব অতিসাধারণ লোককেও তাঁহার ধর্ম্মদ্বারা আকৃষ্ট করিয়াছেন। "অস্তি নাস্তি" সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সকলের নিকটে প্রতিভাত না হইলে, এ মত সাধারণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইত না। আছে নাই ইহা কখন নিত্যপদার্থসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। যাহা আছে অথচ থাকিবে না, তাহার প্রকৃত স্বভাবই না থাকা। সুতরাং সমুদায় জগৎ কিছু নয়, অপদার্থ, শূন্য। বাহ্য জগৎ, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এ সমুদায়ই কিছুই নয় শূন্যমাত্র। সমুদায় শূন্য কিছুই নয় পরিগ্রহ হইলে, এক অস্তীতি ভাব সমুপস্থিত হয়। এই অস্তীতি ভাব অনন্ত জ্ঞান বস্তুর। উহাই ধর্ম্মাকাশ, উহাই নির্ব্বাণ, উহাই ব্রহ্ম।

আত্মা।—আত্মা জীব মনুষ্য, এ তিন একই সামগ্রী। আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি অভিমান যাহার নিয়ত হয়, সেই আত্মা, সেই জীব, সেই মনুষ্য। জগতের যেরূপ স্বভাব ইহারও সেইরূপ স্বভাব। "নৈবাত্র আত্ম ন নরো নচ জীবমস্তি" এ ধর্ম্মে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই। কেন, এরূপ সর্ব্বশূন্যবাদ কেন? সমুদায় উড়াইয়া না দিলে এক অনন্ত জ্ঞানবস্তুকে আপনাতে বিলীন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? অনন্ত জ্ঞান-

বস্তু ভিন্ন যদি কিছু থাকে, তবে ক্লেশমূল নিহত হইল না। 'শূন্যনৈরাত্মবাণ দ্বারা ক্লেশরিপু হনন ও দৃষ্টিজাল ভেদ করিলে" তবে "কল্যাণময় বিরজস্ক অশোক শ্রেষ্ঠ বোধি * [বিশুদ্ধ জ্ঞান] " লাভ হয়। আমিত্ব অভিমানময় আত্মা উড়িয়া গিয়া যাহা থাকে তাহা জ্ঞানমাত্র। এই জ্ঞানমাত্র রূপে স্থিতিতেই "বোধিসত্ত্ব" আখ্যা হয়। জীবে দয়া জীবের কল্যাণার্থ সর্ব্বস্বত্যাগ বোধিসত্ত্বের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং নীচ আমিব তিরোভাব হইয়া অনন্ত জ্ঞান সহ অভিন্নভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বাবস্থায় স্থিতি একান্ত অনাত্মবাদের দোষ অপহরণ করিতেছে।

পরলোক।—যাহাদিগের পরলোকে বিশ্বাস নাই, ব্যাকরণপ্রচলিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাহারাই নাস্তিক। বৌদ্ধধর্ম্ম কথন এ দোষ সংস্পৃষ্ট নহে। ইহাতে আত্মার ক্রমোন্নতিসম্বন্ধে দশটী ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। শেষ ভূমি বৌদ্ধ ভূমি। উন্নতির অবস্থা লাভের পূর্ব্বে এক জনকে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়। আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে সত্য লোক জনলোক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন লোকের যে প্রকার উল্লেখ আছে, ইহাতেও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে।

---

*মূল গ্রন্থে "বোধিপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠগতি" এইরূপ অর্থ আদর্শ পুস্তকের টীকানুসারে লিখিত হইয়াছে। গাথার শব্দ লইয়া অর্থ করিলে এখানে যে অর্থ করা হইয়াছে তাহাই ঠিক।

শাক্য পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে তুষিতপুরে অবস্থিত ছিলেন। যে সকল দেবপুত্রগণ কামধাতু রূপধাতু নামক লোক অতিক্রম করিয়াছিলেন তাঁহারা বোধিলাভ জন্য সত্বর বর্ণিত আছে। কামধাতু রূপধাতু, ইহার অপর নাম কামাবচর, রূপাবচর। অরূপ্যবচর, কামাবচর, রূপাবচর, এবং লোকোত্তর এই চারিভাগে দিব্যধাম বিভক্ত। প্রথমটিতে তিনটি, দ্বিতীয়টিতে ছয়টি, তৃতীয়টিতে আঠারটি, চতুর্থটিতে এগারটি ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে। শেষোক্ত এগারটির দশটিতে বোধিসত্বগণ, এবং দশটির সর্ব্বোপরিস্থ একাদশটিতে আদিবুদ্ধ অবস্থিত। বিমলা নামক লোক ধাতুতে ললিতব্যূহ, রত্নব্যূহ লোকধাতুতে রত্নক্ষেত্রকূট-সন্দর্শন, চম্পকবর্ণা লোকধাতুতে ইন্দ্রজালী, সূর্য্যাবর্ত্তা-লোকধাতুতে ব্যূহরাজ, গুণাকরা লোকধাতুতে গুণমতি, রত্নসম্ভবা লোকধাতুতে রত্নসম্ভব, মেঘবতী লোকধাতুতে মেঘকূটাভিগর্জ্জিতেশ্বর, হেমজালপ্রতিচ্ছন্না লোকধাতুতে হেমজালালঙ্কৃত, সমন্তবিলোকিতা লোকধাতুতে রত্নগর্ভ, বরগণা লোকধাতুতে গগনগঞ্জ বোধিসত্ব বাস করেন। সেই সেই লোক হইতে এই দশ জন শাক্যের সমীপস্থ হইয়াছিলেন। পরলোকসম্বন্ধে এত বিস্তৃত বর্ণনা যে ধর্ম্মে, নাস্তিকাদোষে দূষিত সে ধর্ম্ম কিরূপে অভিহিত হইবে।

সাধন —বৌদ্ধধর্ম্মে উপাস্য নাই, সুতরাং কাহার উপাসনা হইবে একথা বলা যায় না। যাঁহারা যোগাবলম্বন

করিতে অক্ষম, তাঁহাদিগের জন্য ইহাতে উপাসনা পদ্ধতি বিলক্ষণ আছে। বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞান, এই বুদ্ধ ভিন্ন আর সমুদায় অলীক শূন্য। অনন্ত বুদ্ধ বস্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা কিছুই নয়, সুতরাং প্রাণিসমূহকে বুদ্ধদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া গন্ধ মাল্য বিলেপনাদি দ্বারা পূজা করিবে চৈত্যাদির সেবা করিবে। স্বয়ং শাক্য সমুদায় প্রাণীকে বুদ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, চৈত্যাদির সেবা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই এরূপ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতির সেবাও ধর্ম্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। এইতো গেল বাহিরের পূজা অর্চ্চনার কথা, আন্তরিক চিন্তাতেও আয়োজনের ত্রুটি নাই। প্রথমতঃ পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্রচিন্তন, দ্বিতীয়তঃ যোগোক্ত উপায় অবলম্বন। ললিতবিস্তরে অষ্টোত্তর শত "ধর্ম্মালোকমুখ" লিখিত হইয়াছে, আমরা ইহার অনুবাদ "বুদ্ধবচনসংগ্রহ সহ" সংযুক্ত করিয়া দিলাম, ইহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন সাধনের ব্যাপার কত বিস্তীর্ণ ছিল। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, মুক্ত পুরুষালম্বন, প্রণিধান. ধ্যান, বিবেক, প্রজ্ঞা, অহিংসা সত্য প্রভৃতি যম, শৌচ সন্তোষাদি নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার ধারণা, সমাধি প্রভৃতি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। পরচিত্তজ্ঞানাদি যে সকল অলৌকিক যোগোক্ত বিষয় আছে তাহারও অভাব নাই। ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের সাধন যোগপ্রধান

ইহা বিরোধিগণকেও স্বীকার করিতে হইবে। এ ধর্ম্মে সাধন এমন দৃঢ়তর যে অপরিজ্ঞেয়বাদী মানবধর্ম্মবাদী কেহই ইহার নিকটে অগ্রসর হইতে সক্ষম নহে. কেন্ না তাহারা সাধনবিহীন, বৈরাগ্যবিহীন, ধর্ম্মাচারবিহীন।

নির্ব্বাণ।—নির্ব্বাণসম্বন্ধে মূলগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে ইহা অভাব নহে, অন্য সমুদায়ের বিলোপ সাধন করিয়া সত্য জ্ঞান প্রেমাদির একান্ত স্থিতি। শাক্য নির্ব্বাণশব্দ সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতেন, এই শব্দেই সহস্র সহস্র লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিত। তিনি নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ব্রহ্মে স্থিতি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম তাঁহার নিকটে একই বস্তু ছিল, সুতরাং তিনি এরূপ বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। নির্ব্বাণে অহং তিরোহিত, ব্রহ্ম অহংরূপে বিদ্যমান। তাই নির্ব্বাণাবস্থায় তিনি আমি আমার বলিয়াও নির্ব্বাণবিরোধী কথা বলেন নাই। কেন না ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদায় অজ্ঞানবিজৃম্ভিত আলোকের নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ।

দর্শন।—বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে পূর্ব্ব দর্শন সকলের অনৈক্য প্রদর্শন সহজ। জৈমিনিকৃত দর্শন সহ ইহার কোন মিল হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না উহা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন সহ মিলিবে কি প্রকারে, এ দুই দর্শন যে সকল পদার্থকে সত্য বলে, বৌদ্ধমতে

সে সকল অপদার্থ কিছুই নহে। অবশিষ্ট সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত। এক বেদান্ত দর্শন চারিজন আচার্য্য কর্ত্তৃক চারি প্রকারে ব্যাখ্যাত। বৌদ্ধ দর্শনের এ চারি প্রকার ব্যাখ্যার সঙ্গেই অনৈক্য আছে। প্রথম মাধ্বাচার্য্য, ইনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এ তিনকে নিত্য বলিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। বল্লভাচার্য্য মতে জগৎ নিত্য, জগৎই ব্রহ্ম, উহার ধ্বংস বা উৎপত্তি নাই; দৃশ্যমান উৎপত্তি ও বিনাশ আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। এ মতের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের ঐক্য হইবে কি প্রকারে? রামানুজাচার্য্য মতে, ঈশ্বর ও প্রকৃতি নিত্য। ঈশ্বরই নারায়ণ, প্রকৃতিই লক্ষ্মী। জীব আর সমুদায় বিষয়ে ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইতে পারে, কেবল স্রষ্টৃত্ব ও লক্ষ্মীপতিত্ব তাহাতে সম্ভবে না। এ মতের সঙ্গেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্পষ্ট বিরোধ। শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তাঁহার বিরোধিগণ বলিয়াছেন। এরূপ বলিবার হেতুও আছে। শঙ্কর নামমাত্র ঈশ্বর মানিতেন, কেননা মায়াতে আবৃত ব্রহ্মাংশ ঈশ্বর, মায়ার অপায়ে ঈশ্বরেরও বিনাশ না হউক তিরোধান। ব্রহ্ম-স্রষ্টা নহেন, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই মিথ্যা জগৎ নির্ম্মাণ করে। জীবও এইরূপ মায়াকৃত। সুতরাং শঙ্কর মতে ঈশ্বরও নাই, জীবও নাই, জগৎও নাই, এক ব্রহ্মবস্তু আছেন। যদি বুদ্ধ সহ শঙ্করের সকল বিষয়ে ঐক্য হইল, তবে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ আছে এবং সে প্রভেদ

সামান্য নহে। শঙ্করের মতে মায়া বা অবিদ্যা—কিছু নয় বলুন আর যাহা বলুন—ব্রহ্মের শক্তি, গলে গৃহীতের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ব্রহ্মে মায়ার বিক্ষেপশক্তিনিবন্ধন জগৎসৃষ্টি, আবরণশক্তি-নিবন্ধন আত্মার সংসারিত্ব। বৌদ্ধ মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। শঙ্করমতে অহঙ্কার হেয় বটে, কিন্তু অহম্প্রত্যয় এবং ব্রহ্ম একই সামগ্রী। বৌদ্ধ মতে কোন রূপে অহমের গন্ধ নাই। শঙ্করমতে অহং বা জীবই ব্রহ্ম, বৌদ্ধ মতে অহংও নাই, জীবও নাই, এক অনন্ত জ্ঞান বস্তুই কেবল বিদ্যমান। বিরোধিগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিলেও তিনি সম্মানিত হইলেন, যেহেতুক তিনি ঋষিগণের নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করেন নাই। জীবকে শঙ্কর ব্রহ্মে প্রবিষ্ট করিয়াছেন, অহংকে ব্রহ্মরূপে স্থির রাখিয়াছেন, বুদ্ধ আত্মাকে বা অহংকে তিরোহিত করিয়া সেখানে ব্রহ্মকে আনিয়া বসাইয়াছেন! বেদান্তদর্শনসম্বন্ধে অন্যান্য মতও আছে, কিন্তু বলিতে গেলে এ সকল পূর্ব্বোক্ত কোন না কোনটির অন্তর্ভূত বা অংশতঃ এক, সুতরাং সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাংখ্যমতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতকে অনেকে এক করিতে চান, কেন না নিরীশ্বরবাদে একতা আছে। এ চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা। সাংখ্যের সর্ব্বপ্রধান প্রকৃতি পুরুষ। এ দুই তন্মতে নিত্য, বৌদ্ধ মতে এ দুয়ের কোথাও স্থান নাই। সাংখ্য ব্রহ্মে

স্থিতি মানিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের অতিরিক্ত যখন আর কিছু নাই, তখন পুরুষেরই মুক্তাবস্থা ব্রহ্মত্ব বা সীমা-বিরহিত ব্যাপিত্ব। পুরুষ বা জীবচৈতন্য বৌদ্ধ মতে কিছুই নয়, প্রকৃতি অত্যন্ত মিথ্যা। পাতঞ্জল দর্শনের সঙ্গে যোগবিষয়ে বৌদ্ধ মতের অনেক ঐক্য আছে। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মে যোগোপায় বহুল, তথাপি মূলতঃ এক বলিতে হইবে। এ দর্শনের সঙ্গে প্রথম অনৈক্যের ভূমি ঈশ্বর। যোগদর্শন পুরুষরূপী ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, ইনিই অনাদিকালসিদ্ধ গুরু ও উপদেষ্টা। ঈশ্বরপ্রণিধান যোগদর্শনে প্রধানোপায়। সমুদায় দৃশ্যের দ্রষ্টা চৈতন্য যখন আপনার স্বরূপে স্থিতি করেন, তখনই কৈবল্য সমুপস্থিত হয়। ঈশ্বর অবিদ্যাদি সংসৃষ্ট নন, পুরুষ সংসৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর হইতে একান্ত ভিন্ন, এই দ্বিতীয় অনৈক্যের ভূমি। অবিদ্যা জগতের কারণ, এ অবিদ্যা এবং সাংখ্যের প্রকৃতি একই, সুতরাং ইহাও তৃতীয় অনৈক্যের স্থল। এ দর্শনে ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি তিনই স্বীকৃত হইয়াছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে এক জ্ঞান বস্তু ভিন্ন আর কিছুই স্বীকৃত হয় নাই। পাতঞ্জল যোগদর্শন পূর্ব্ব ঋষিগণের পথানুসারী, সুতরাং মুক্তাবস্থায় জীবচৈতন্যের স্বরূপাবস্থায় স্থিতি প্রধান। বৌদ্ধ মতে আত্মার তিরোধান হইয়া কেবল জ্ঞান বা ব্রহ্মে স্থিতি মুক্তি। এই সকল দর্শন ভিন্ন অন্যান্য যে সকল দর্শন আছে তাহার সঙ্গেও

সহজে সকলে ভিন্নতা দেখিতে পাইবেন *। বৌদ্ধধর্ম্মে সগুণ পক্ষেরও যে একেবারে অভাব ছিল না, ত্রিবিজ্ঞ সূত্রের সংক্ষিপ্ত সার পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকার সকলে জানিতে পারিবেন এ জন্য আমরা ললিতবিস্তর হইতে কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়া পরিশিষ্টের অঙ্গ বৃদ্ধি করিলাম। এক একটি বিষয় ললিতবিস্তরে কিরূপ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এই গুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আমাদিগের ভয় আছে, পাঠকগণ ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারিবেন না, কেন না এক বিষয়ে শতশত বিশেষণ পাঠ করিতে ধৈর্য্যরক্ষা সহজ নহে। যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধায়ী তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসা-চরিতার্থের জন্য এবং এ ধর্ম্মসম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা দৃঢ় করিবার জন্য এই সকল অংশ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল। অনুবাদে আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য

* "ন তাবজ্জগদ্ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা ব্রহ্মণা ভোগমাত্রসাম্যং মুক্তিপ্রকারঃ ;—গুণপুরুষয়োস্ত্র দ্রষ্টৃদৃশ্যসম্বন্ধবিচ্ছেদলক্ষণায়াঃ সাংখ্যমুক্তেঃ ; বিজ্ঞানাদিনবগুণোচ্ছেদেন নিঃসম্বোধলক্ষণায়া বৈশেষিকাদিমুক্তেঃ ; আলোকাকাশশরীরেন্দ্রিয়বিষয়োপলব্ধিশূন্যতয়া সততোর্দ্ধগমনলক্ষণায়া আর্হতমুক্তেঃ ; বিশুদ্ধজ্ঞানোদয়প্রবাহস্য সর্ব্বজ্ঞসন্তানে স্বলক্ষণমুৎপাদ্য তদেকত্বলক্ষণস্য সন্তানশূন্যতালক্ষণস্য চ

হইয়াছি বলিতে পারি না। কেহ ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকটে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইব।

সম্পাদকস্য।

সুগতমুক্তেঃ; বাসুদেবে কারণে প্রকৃতিবিলয়লক্ষণায়াঃ পাঞ্চরাত্রমুক্তেঃ; ঈশ্বরপ্রাপ্তিলক্ষণায়াঃ শৈবমুক্তেশ্চ—অনেবংপ্রকারাত্বাৎ। শা-মী-ন্যা-সং-।

প্রস্তাবনা।

আজ কাল ইয়োরোপীয় বিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন দেশীয় চিন্তাশীল বিদ্যাবিশারদ ধীর ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যত্ন সহকারে স্বীয় মত সংস্থাপন পূর্ব্বক বিবিধ গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন; অথচ যে দেশ হইতে এই বিশাল ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, সেখানে ইহার নাম গন্ধও নাই। মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছেন, নৈয়ায়িকভাষ্যকারেরা এই ধর্ম্মের কোন কোন আংশিক মত খণ্ডন করিয়াছেন, এই মাত্র ইহার তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আর্য্যদার্শনিকেরা বেদকে মূল করিয়া কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের দর্শন শাস্ত্র অনাদৃত হয় নাই; কিন্তু বৌদ্ধ বুধগণ বেদকে অস্বীকার করায় পূর্ব্বতন আর্য্যজাতির নিকট ধর্ম্মভ্রষ্ট ও দুরাচারী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। এই কারণেই পূর্ব্বকার পণ্ডিতেরা বিদ্বেষপরবশ হইয়া এই ধর্ম্মের মত-খণ্ডনে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রতীতি করিতে পারেন নাই;

এখন তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা ইহার উপর মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। অপর দিকে সুসভ্য পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বর-বিহীন মানবীয় আদর্শ ধর্ম্ম (Religion of Humanity) বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের গ্রন্থাদি পড়িয়া কোন রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ সকলে না হউক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আখ্যায়িকা, প্রবাদ শ্রুতি, উপন্যাস লইয়া স্বকপোলকল্পিত মত সংস্থাপন করিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রকৃত জীবন, তৎসম্পর্কীয় ঘটনাবলি, সাধনপ্রণালী ও সমাধির প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মীমাংসা করেন নাই। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁহারা অনেকেই সেই মহাত্মার প্রতি অবিচার ও অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হড্‌সন, বিল ও বর্ণফ সাহেব বিশেষ যত্ন সহকারে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত সার সংগ্রহ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ইহাঁরাই নিরপেক্ষ ভাবে কতক পরিমাণে বৌদ্ধ মত সমালোচনা করিয়াছেন। বিশেষত আবার হডসন্ সাহেবের সমধিক যত্নে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত হওয়াতে এখন অনেকের পক্ষে বৌদ্ধ তত্ত্বের আলোক বিশদরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে।

সেই লোকচক্ষুর্মহাসত্ত্ব তথাগত বিশেষ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান নাই যে তাহা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মাবধারণ সহজেই হইতে পারে। অপিচ যে সকল গ্রন্থ চিন, তিব্বত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে বর্ত্তমান আছে, তাহাও আর তাঁহার প্রকৃত মত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাঁহার নির্ব্বাণের পর শিষ্যপরম্পরায় দ্বারা তাঁহার মত সকল রূপান্তরিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তৎপাঠে চিত্তের সন্তোষ হয় না। ফলতঃ ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে ধর্ম্মরাজ শাক্যমুনি যখন শ্রাবস্তীর জেত বনে অনাথপিণ্ডদ বিহারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখনই বিশেষ ধর্ম্মচর্চ্চা হয়, এবং তৎকালে অনেক ভিক্ষু শ্রাবক বোধিসত্ত্ব প্রভৃত প্রধান প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে একত্র ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তন্মধ্যে একদা মহেশ্বর নন্দন, আনন্দ, সুনন্দ, চন্দন, মহিত, প্রশান্ত ও বিনীতেশ্বর প্রভৃতি বিবিধ শ্রাবক ও বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আপনি প্রকৃত মনোহর ধর্ম্মবিষয়ে এইক্ষণে উপদেশ দিন। যথা;

"তৎ সাধু ভগবংস্তং ললিতবিস্তরং নাম ধর্ম্মপর্য্যায়ং দেশয়তু। তদ্ভবিষ্যতি বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়, লোকানুকম্পায়ৈ মহতোজনকার্য্যস্যার্থায় হিতায় সুখায় দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ।" ল, বি, ১, অ।

ইহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হইতেছে, ঐ সময়ে

বুদ্ধদেব সূত্রান্ত ও মহাবৈপুল্য নামে যে সকল ধর্ম্মপর্য্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তাহাই বিশেষ আদরণীয় ও বিশ্বস্ত। ললিতবিস্তর তাহার মধ্যে এক প্রধান গ্রন্থ। ইহা ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার মধ্যে শাক্যের জন্ম, শৈশব, যৌবন, বৈরাগ্য, সাধন, সমাধি, নির্ব্বাণ লাভ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। ইহার অপরাংশে প্রচার, ধর্ম্মব্যাখ্যা ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ নাম পেটক। পেটক আবার তিন ভাগে বিভক্ত, সূত্র, অভিধর্ম্ম ও বিনয়। এজন্য ত্রিপেটক কহে। ইহার অপর নাম রত্নত্রয়। বুদ্ধ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধবচনকে সূত্র বলা যায়। ঐ সূত্রই বোধিমণ্ডলীর নিত্য ও ধ্রুব ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহাই তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল ও ভিত্তি। ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব দার্শনিক প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাকেই অভিধর্ম্ম কহে। বিনয়—নীতি ও বিধিশাস্ত্র। ইহাতে বোধিসত্ত্ব, অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রাবক, শ্রমণ ও সাধারণ লোকদিগের নিমিত্ত কর্ত্তব্য উপদিষ্ট ও বিভক্ত করা হইয়াছে। আনন্দকৃত "বুদ্ধবচন" এজন্য অত্যন্ত আদরণীয়। তিনি শুদ্ধোদনের অনুজ শুক্লোদনের পুত্র, শাক্য সিংহের বিশেষ আত্মীয় খুল্লতাত ভ্রাতা। রাহুলসূত্রও বৌদ্ধদিগের অতিশয় পূজনীয় গ্রন্থ। জেত বনে রাহুলের সঙ্গে বুদ্ধদেবের বিশেষ ধর্ম্মালাপ হয়। উহা উচ্চ তত্ত্বের মধ্যে পরিগণিত, তাহার অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

এই দুই গ্রন্থ পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। রাহুল শাক্য সিংহের পুত্র। পিতা পুত্রে পরম বৈরাগী হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলাপ করিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়া জীবগণকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ দৃশ্যটি বড় মনোহর। এপ্রকার আর কোন মহাপুরুষের পক্ষে ঘটে নাই। যাহা হউক ঐ সূত্র সকল মূল গ্রন্থ। প্রাচীন বৌদ্ধগণের নিকট এই সূত্র সকলই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয়। তাহার বিশেষ প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়।

যৎকালে সুগত এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তখন বৌদ্ধদিগের মধ্যে মত ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। কোন্ শাস্ত্রে বাস্তবিক বুদ্ধদেবের উপদেশাবলি আছে, কোন কোন্ মত তিনি স্বয়ং প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কোন্ কোন্ সত্য বৌদ্ধদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, ধর্ম্মরাজ নির্ব্বাণ বিষয়ে স্বয়ং কি কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে, কিন্তু ভিক্ষু ও বোধিসত্ত্ব, তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও প্রচারকদিগের মধ্যে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। কারণ মহাপুরুষেরা যে সকল উদার সত্য প্রচার করিয়া যান তাহা শিষ্যগণের বুদ্ধি-ভেদে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া ও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভাবন করে। এই আশঙ্কা বিদূরিত ও মত ও বিশ্বাস স্থির করিবার জন্য খৃঃ

খৃঃ ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রাজগৃহে এক প্রকাণ্ড প্রথম বোধি-সঙ্গম (Council) হয়। তখন মগধরাজ অজাতশত্রু জীবিত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও তাঁহার নির্ম্মিত বিহারে ঐ সভা আহূত হয়। প্রায় ৫০০ শত ভিক্ষু একত্র সমাগত হইয়া বিশ্বাস স্থির করেন। শাক্য মুনির এক প্রধান শিষ্য বৃদ্ধ কাশ্যপ বোধিমণ্ডলীর নেতা ও অধ্যক্ষ হইয়া কোন্ কোন্ সূত্র গ্রহীতব্য তাহা নির্ব্বাচন করিয়া দেন। ঐ সভাতে কাশ্যপ, আনন্দ ও উপালী এই তিন জনে ত্রিরত্ন বা ত্রিপিটক নামে বুদ্ধবচন সকল সংগ্রহ করিয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করেন। ঐ সময়ে ললিতবিস্তরের গাথা অংশ গুলি সূত্র বলিয়া বিশেষরূপে সমাদৃত ও গৃহীত হয়। কাশ্যপ সূত্র করেন, আনন্দ তাহার উপর ব্যাখ্যা করিয়া অভিধর্ম্ম নামে প্রচার করেন এবং উপালী নীতি গুলি বিভাগ করিয়া বিনয়াখ্যানে প্রকাশ করেন। অপিচ তাঁহার নিজ জীবনের বৃত্তান্ত ললিতবিস্তর ভিন্ন আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থে তাঁহার বচন ও সূত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাধি প্রণালী বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে, অতএব ইহা বেশ অনুমিত হইতেছে যে ললিতবিস্তরই বুদ্ধ দেবের জীবন ও মত-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণীয় *। তৎপরে দ্বিতীয়

---

* M. Senart describes the Gathas to be the most ancient and authentic text on the life of the last

বোধিসঙ্গমে আবার পুস্তকাদিনির্ব্বাচন হয়। ঐ সভা খৃঃ শঃ ৪৭৭ পূর্ব্বে কালাশোকের সময় আহত হইয়াছিল। প্রথম সঙ্গম বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই হয়, আর দ্বিতীয় সঙ্গম ১ শত বৎসর পরে হয়। এই সময় মগধরাজ কালাশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি ও প্রচার করেন। তাঁহার দ্বারা মগধের অনেক স্থানে বিহার নির্ম্মিত হয়, তিনি বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে নানা স্থানে প্রেরণ করেন। প্রথম এক শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ প্রচারকদিগের মধ্যে কোন মতভেদ ঘটে নাই; অব্যাহতরূপে মত ও বিশ্বাসের একতা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় সভাতে কয়েক জন প্রচারক পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর কতকগুলি পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, তাঁহারা যদ্যপি কাহার নিকট হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করেন, জলবৎ তরল কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করেন, মধ্যাহ্নকালের পর জল দুগ্ধ ও দধি পান করেন, যদি কেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত আসনে উপবেশন করেন এবং মঠ ভিন্ন গৃহস্থের ভদ্রাসনে দীক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধর্ম্মদোষে দোষী বলা যাইতে পারে না।

Budha and the *Lalita Vistara*, as the type of the most complete, the most perfect, and also the most authoritative book.

এই প্রস্তাবে অধিকাংশে বৌদ্ধ সম্মত না হওয়াতে ইহাঁরা স্বতন্ত্র এক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন এবং কাকন্দক নামে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরুর পুত্র চন্দ্রকে গুরুর পদে বরণ করিয়া তাঁহার অনুগত হইলেন। ইহাঁরা এক প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট দলে বিভক্ত হইয়া উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দ্বিতীয় সঙ্গমে মত লইয়া তুমুল বিবাদ হয়। এই বিবাদে শাস্ত্র বিভিন্ন হইল, মত সকল রূপান্তরিত হইল; মূল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইতে আরম্ভ হইল। বিষম এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। বিশুদ্ধ মত ও বৌদ্ধবচন প্রতীতি করা লোকের পক্ষে সুদুষ্কর হইয়া উঠিল। বৈরাগ্যহীন বৌদ্ধ সংন্যাসিগণ নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর হইলেন।

এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক বৈশালীতে যে দ্বিতীয় সভা হয় তাহাতে প্রায় ৭০০ শত বৌদ্ধ প্রচারক একত্র হন। বুদ্ধদেব স্বয়ং যেরূপ বৈরাগ্যের নিয়ম প্রচার করিয়া যান, এবং প্রচারক ও ভিক্ষুদিগের পবিত্রতা রক্ষার্থ যে প্রকার কঠোর শাসন-প্রণালী পূর্ব্বে সংস্থাপিত হয়; এই সময়ে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। তৎকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বিলাস, সুখপ্রিয়তা, প্রভুত্ব, স্বার্থসাধনেচ্ছা প্রভৃতি নীচতম পাপ প্রবেশ করাতে এই ধর্ম্ম নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালের গ্রন্থাবলি কখনই মূল শাস্ত্র বলিয়া আদৃত

হইতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় বোধিসঙ্গমে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাহাতে শাস্ত্রের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হয়, তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত অংশ গুলি বিশেষরূপে পরিগৃহীত ও বিশুদ্ধাংশ সকল সংযুক্ত হয়। এই সভা (Council) খ্রীঃ শ, ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে আহূত হয়। তৎকালে মগধরাজ অশোক সমস্ত ভারতের এক প্রতাপশালী অধীশ্বর ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসরের পুত্র। তিনি নিরতিশয় দুরাচারী প্রচণ্ড রাজা ছিলেন, কত নরনারীর শিরশ্ছেদন করিয়া কলঙ্কিত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম প্রচণ্ডাশোক ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাশোক নামে আখ্যাত হয়েন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ইহাঁকে দেবানাম্প্রিয় ও প্রিয়দর্শী বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সপ্তদশ বৎসর রাজত্ব কালে পাটলীপুত্রে (পাটনা) তৃতীয় সভাতে প্রায় হাজার ভিক্ষু সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়েন। ম্যাগলীর পুত্র তিষ্য তৎকালে সন্ন্যাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান নেতা ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় ঐ সভার কার্য্য হয়। এই সভাতে বিশেষরূপে ধর্ম্মপুস্তকাদি মনোনীত করিবার জন্য অশোক স্বয়ং এক প্রবন্ধ লিখেন। নয় মাস পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলে, তাহাতে কেবল কোন্ কোন্ শাস্ত্র বিশুদ্ধ তাহাই নির্ণীত হয়। ঐ সভাতে এই কয়েক খানি গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হয়। বিনয়, অরিয়বসানী, অনাগত ভয়ানি, মুনি গাথা, মনেয় সুত্ত, উপতিষ্য প্রশ্ন, ও রাহুল সূত্র। এই

সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের রীতি নীতি, সামাজিক পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাদি বিশদরূপে বিধিবদ্ধ হয়; এবং নানা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। মহাবংশে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণও পাওয়া যায়।

থিরো মগ্‌চালি পুত্তো সো জিন শাসনয়ো তকোনিত্ত।
পেত্বান সঞ্জিতিন পেক্ষয়া মানো অনাগতান।
শসনাস্‌স, পতিথানান্‌ পক্ষান্তেষু অপেক্ষিয় পেসেসি
কার্ত্তিকে মাসিতে রেথিরে তাহিন তাহিন।
থিরান কাশ্মীর গান্ধারান মজ্জাতিক মাপে স্যরি মহাদেব
থিরাল মহিষ মণ্ডলীন।
বনবাসিন অপেসেসি মিরান রক্ষিত নামকান্‌ তথা
পরান্ত কাল যোনান, ধর্ম্ম রক্ষিত নাম কান
মহা বাট্যান্‌ মহা ধর্ম্মরক্ষিত থিরনামকান্‌ মহারক্ষিত
থিরান্ত যোন লোক মপেস্যয়ি।
পেসেসি মজি রূমান থিরান, হিমবন্ত পদেশকান্‌ সুবর্ণ
ভূমিন থিরে দ্বিসো নাম উত্তর মেবচ।
মহামহিন্দ থিরান তান থিরান ইথির বত্যান সম্বলান
ভদ্দ সালঞ্চ শাকে সঙ্গি বিহারিকে।
লঙ্কাদ্বীপে মনুন্নামহিমনুন্ন জিন জালানাস পতিথাপিত
তমহেতি পঞ্চমিরে অপেস্যয়ি *।

---

* Turnour's Mahavansa.

"অজ্ঞানতিমিরনাশক বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মোজ্জল-কারী মগ্‌গলি থিরোর পুত্র থিরোদিগের তৃতীয় সভা ভঙ্গ করিয়া ভবিষ্যতের কার্য্য প্রণালী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া তিনি মজ্‌ঝান্তিক নামক থিরোকে কাশ্মীরে ও গান্ধারে, মহাদেব নামক থিরোকে মহিষমণ্ডলে, রক্ষিত নামক থিরোকে বনবাসিতে, যোনা ও ধর্ম্মরক্ষিত নামক থিরোদ্বয়কে অপরান্তকে, মহাধর্ম্মরক্ষিত নামক থিরোকে মহারাষ্ট্রীয়ে, মহারক্ষিত নামক থিরোকে হিমবন্ত দেশে, সোন এবং উত্তর নামক থিরোদ্বয়কে সুবর্ণ ভূমিতে এবং মহামহিন্দ্র ও শিষ্য ইত্তেয়, উত্তেয়, সম্বল ও ভদ্রসাল এই পঞ্চ থিরোকে লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করেন। তিনি শেষোক্ত পঞ্চ থিরোকে লঙ্কাদ্বীপে প্রেরণ করিবার সময় তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া দেন যে মোহান্ধকারবিজয়ীর আনন্দপূর্ণ ধর্ম্ম আনন্দকর স্থান লঙ্কাদ্বীপে স্থাপন কর।"

বাস্তবিক অশোক স্বীয় ক্ষমতা বলে, সাধু চরিত গুণে, দয়া ও পরোপকার ব্রতে তৎকালে বৌদ্ধ প্রচারকমণ্ডলীর এক প্রকার নেতাস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভারতে তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী রাজা কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ে অশোক দেব-প্রকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য যৎপরো-

নাস্তি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং প্রিয়তমা কন্যা ও প্রিয়তম পুত্র মহামহেন্দ্রকে সন্ন্যাসীর ব্রতে নিযুক্ত করিয়া সিংহলে উভয়কে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করেন। পূর্ব্বোক্ত যোন নামে ধর্ম্মপ্রচারক গ্রীশদেশীয় যবন। ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করাতে বৌদ্ধ প্রচারকদিগের আধিপত্যে বুদ্ধ দেবের শরণাগত হইয়া একেবারে ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত অবলম্বন করিয়া দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ সভা অর্থাৎ বোধি সঙ্গম-(Council) খৃঃ শ, ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। কণিষ্ক তখন সমুদায় মগধের রাজা ছিলেন, তাঁহার যত্নে ঐ সভা বিশেষরূপে আহূত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে ধর্ম্মের তেজ ও উৎসাহ অনেক হ্রাস হইয়া যায়। ঐ সভাতেও কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত এবং কোন কোন মত বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হয়। এই সভার বিশেষ বিবরণ তত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যাহা হউক সিদ্ধার্থের নির্ব্বাণের পর ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে চার বার বোধিসঙ্গম হয়। এই সঙ্গমে পুস্তকাদি ও মতবিশ্বাসসম্বন্ধে কত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাই প্রদর্শিত হইল। ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলগ্রন্থসম্বন্ধে বিষম মত ভেদ উপস্থিত হয় এবং মতভেদজনিত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮ টী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে।

অতএব যাঁহারা বলেন ইহাঁদের মতভেদ হয় নাই তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রান্তি। প্রথমে মূল গ্রন্থ সকল কোন্ ভাষাতে কোন্ সময়ে লিখিত হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধে ইহাও একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য। যৎকালে বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন তখন সমুদায় ভারতে তিন ভাষা প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি। পালি আবার সমুদায় মগধ এবং উড়িষ্যা হইতে কপর্দিগিরি পর্য্যন্ত তৎপ্রদেশবাসিগণের মাতৃভাষা ছিল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এককালে যে পালি সমুদায় বেহার ও উড়িষ্যার মাতৃভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত তাহা এখন প্রাচীন দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধদেব সরল ভাষা ভাল বাসিতেন, যাহা সহজে লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই ভাষাতে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতে তিনি স্বয়ং আদেশ করিয়া যান। পালি ভাষাতে তাঁহার বচনাবলী লিখিত হয় ইহা তিনি বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, এবং এই কারণে মিশ্রিত ভাষাতেই তখন গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল। ললিত বিস্তর তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। ঐ গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যে লিখিত হইয়াছে। ইহার গদ্য অংশগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, আর পদ্য অর্থাৎ গাথাগুলি মিশ্রিত ভাষাতে। অধ্যাপক বর্ণুফ ও ল্যাসেন বলেন যে বাস্তবিক গাথা অংশ

গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্ত্তী ভাষায় লিখিত। আমাদেরও ইহাই অনুমান হয়। ইহার প্রমাণও বিলক্ষণ আছে। টর্ণুর সাহেবের মহাবংশ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, অশোকের ২৭ বৎসর রাজত্বকালে তৎপুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সিংহল ভাষাতে অনুবাদ করেন, সেই গ্রন্থ পাঁচ খৃষ্টাব্দে পালি ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহা দ্বারা বেশ প্রতীত হইতেছে যে, অশোকের সময়ে অন্য ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল প্রচলিত ছিল। তাহা কোন্ ভাষা? সংস্কৃত ও পালিমিশ্রিত ভাষা যাহা গাথার ভাষা বলিয়া প্রতীত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ৭০ বৎসরে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তকাদি প্রথম অনুবাদিত হয়, তিব্বতের রাজা ৬২৩ খৃঃ শকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল লইয়া যান এবং দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। বুদ্ধ ঘোষ যে শাক্যসিংহের জীবন পালিভাষায় লিখিয়াছেন, যাহা পালিভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাও বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের হাজার বৎসর পরে। ব্রহ্মদেশে "মললঙ্গর উত্তো" নামে যে ললিত বিস্তরের অনুবাদ আছে তাহাও বুদ্ধ ঘোষের সময়ে। ইহা দ্বারা বেশ প্রকিপন্ন হইতেছে যে এখন যে সকল প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত তথায় মূলগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অনুবাদ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ের লিখিত ভাষা যেমন সংস্কৃত

ও ইতর বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে, এমন কি উচ্চদরের গ্রন্থে অধিকাংশ সংস্কৃত কথা ও বাক্যাবলী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন যৎপরোনাস্তি, যঃ পলায়তি সজীবতি, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ ইত্যাদি। তৎকালেও সংস্কৃত ও পালির সহিত এই রূপ সম্বন্ধ ছিল।

পুরাকালে ভারতের এই এক চমৎকার প্রথা ছিল যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত ও মনোজ্ঞ গুণাবলী নানাবিধ ছন্দে ও সমস্বরে প্রধান প্রধান সভায় বা দরবারে কিংবা যজ্ঞস্থলে কীর্ত্তিত হইত। প্রায় এইরূপে ঋষিদিগের যজ্ঞস্থলে ঋগ্‌-বেদ, রাজদরবারে মনোহর স্বরে ও পদ্যে গাথা গীত হইত। রামায়ণেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কুশ লব রামচরিত এমন মনোহর স্বরে সভাস্থলে কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন যে তাহাতে রামের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। সমস্বরে এক তানে গুণাবলী কীর্ত্তন করিলে তাহা সভাস্থ জনগণের হৃদয়ে বড় মুদ্রিত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবোধিসঙ্গমে সঙ্কলিত হইয়া অগ্রে গাথাগুলিই কীর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেবের জীবনালেখ্য অতিমনোহর স্বরে গীত হওয়াতে সভাস্থ সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। ইহাতে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে গাথাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন শাক্যমুনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন আনন্দ, নন্দ ও রাহুল এই শিষ্য ত্রয়ই তাঁহার পরমাত্মীয়

ছিলেন। ইহাঁরাই গাথার ছন্দে তাঁহার মনোহর চরিত গান করিয়াছিলেন। অতএব এই গাথা অংশ গুলিই মূল সূত্র। যাহা আনন্দ দ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহাই বিশ্বাসযোগ্য ও বহু পুরাতন। ললিত বিস্তরই যে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রথম ঘটনাবলির প্রমাণ স্থল তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীর সমুদায় বৌদ্ধদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে বুদ্ধদেবের জীবনসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এক ললিতবিস্তরের অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া। আমিও তাহাই অবলম্বন এবং অপরাপর গ্রন্থাবলি সন্দর্শন করিয়া এই মহাপুরুষের চরিত চিত্রিত করিলাম। সুনিপুণ চিত্রকর ভিন্ন এমন মনোহর চিত্র কে আঁকিতে পারে? হায় যে গুণধরের মনোমত গুণাবলী মানবের অনুকরণীয় তাহা আমার চিত্ত চিত্রিত করিতে বসিল, কিন্তু যে রঙ্গে তিনি রঞ্জিত ছিলেন সে রঙ্গ আমি কোথায় পাইব, কে সে রঙ্গ ফলাইতে পারে? যোগের তুলিকায় ও সমাধির রঙ্গে আমি তাহা ফলাইতে বসিয়াছি এখন বিধাতার ইচ্ছা যাহা তাহাই পূর্ণ হউক।

যে মহাত্মা দুই সহস্রাধিক বৎসর হইল নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন তিনি এখন কোথায়? বাস্তবিক কি তিনি মরিয়াছেন? তিনি এখন নির্ব্বাণসাগরে ডুবিয়া আছেন। সেই অমরাত্মা নির্ব্বাণজলধি দেবদেব আদিদেবে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি তাঁহার

গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি তাঁহার নির্ব্বাণরসের অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সেই মুনিরত্ন আমার আত্মার ভূষণ। তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধি ধ্যান বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণ পবিত্রতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে। সমাধিস্থ আত্মা তাঁহার সমাধিতে এক হইয়া গিয়াছে, আমি যোগসাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহার ধ্যানসুখের অমৃত পান করিয়া চিদাকাশে এখন উড্ডীয়মান হইতেছি। যিনি রাজপুত্র হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দ্র চিত্তে জীবগণের মুক্তি ও দুঃখ নির্ব্বাণ করিবার জন্য ভ্রমণ করিলেন; যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিক্ষান্নই পরম সুখ জ্ঞান করিলেন, যিনি রাজসিংহাসন ছাড়িয়া তরুতলে বাস সার করিলেন, তাঁহার এরূপ দয়া ও বৈরাগ্যের কথা মনে হইলে হৃদয় বিগলিত হয়, অশ্রুবেগ সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এমন মহানুভবের প্রতি হৃদয় চির-কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার মনোহর চরিত পাঠ করিয়া পাঠকগণ সুখী হইবেন। বিশেষতঃ তাঁহার সর্ব্বত্যাগী জীবনে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। স্থির শান্ত মনে তাহা আলোচনা করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রে গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের রসাস্বাদনে মগ্ন হইতে পারিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

শাক্যমুনিচরিত

পরিশিষ্ট।

বুদ্ধবচনসার।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কি বিশুদ্ধ নীতিই প্রচারিত হইয়াছিল। যখন পৃথিবীর চারি দিক্ পাপ ব্যভিচার পশু ব্যবহার ও অপবিত্রতায় আচ্ছন্ন, তখন বুদ্ধদেব অতি বিশুদ্ধ নীতি ও কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

লোকে ভগবতো লোকনাথাদারাভ্য কেবলম্।
যে জন্তবো গতক্লেশা বোধিসত্ত্বানবেহি তান্॥
সাগসেঽপি ন কুর্ব্বন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে।
বোধিং স্বস্যৈব যচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ॥

ভগবান্ লোক নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল জীব গতক্লেশ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা ক্রোধ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন এবং অপরকে আত্মজ্ঞান অর্পণ করেন তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

দশাজ্ঞা।

সাধারণের প্রতি।

জীবহিংসা করিও না, চুরি করিও না, পরদার করিও না, এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না।

ভিক্ষুগণের প্রতি।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করিবে, নাট্য ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন অনুচিত, রৌপ্য ও সুবর্ণ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।

দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবতা মানবগণের বিবিধ সুখকর ও প্রিয়তম কর্ত্তব্য আছে, হে প্রভো, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও সুখকর সৎক্রিয়া কি, প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কি তাহা প্রকাশ করুন।

বুদ্ধ বলিলেন;

১। অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যক্তিকে সম্ভ্রম করা পরমধর্ম্ম।

২। নিয়ত শান্তিধামে বাস, পূর্ব্ব জন্মে সাধুতা উপার্জ্জন এবং হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা পোষণ করাই পরমধর্ম্ম।

৩। গভীর আত্মদৃষ্টিশিক্ষা, আত্মসংযম ও প্রিয় বচন পরম ধর্ম্ম।

৪। পিতা মাতার সেবা করা, স্ত্রী পুত্রকে সুখী করা ও শান্তির অনুসরণ করাই পরমধর্ম্ম।

৫। দুঃখীকে দান, পবিত্রভাবে জীবন যাপন, আত্মীয়-গণের সাহায্য দান, অনিন্দিত কার্য্যই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

৬। পাপ হইতে বিরত থাকা ও তৎপ্রতি ঘৃণা, মাদক-দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও সৎকার্য্যে পরিশ্রান্ত না হওয়াই মানবের ধর্ম্ম।

৭। শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ প্রকৃত শান্তি।

৮। কষ্টসহিষ্ণু ও দীনাত্মা হওয়া, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করা যথার্থ সুখ।

৯। আত্মবশ ও পবিত্রতা, উচ্চ সত্য জ্ঞান ও নির্ব্বাণ উপলব্ধ জীবের একান্ত কর্ত্তব্য।

১০। জীবনের পরিবর্ত্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে যাহার চিত্ত বিচলিত না হয় এবং যে হৃদয় শোক দুঃখ ও ইন্দ্রিয় অতীত ও স্থির তাহার ধর্ম্ম উচ্চ ধর্ম্ম।

১১। প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা পর্ব্বত সমান অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা নিরাপদ তাঁহারাই প্রকৃত সাধু।

বিবিধ।

নর নারীর তাহাই প্রকৃত ধন যাহা প্রেম ও সাধুতা আত্মনিগ্রহ ও সমভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা পবিত্র মন্দিরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মশালায়, অথবা ব্যক্তিবিশেষে, অপরিচিত জনে, পর্যটকে লক্ষিত হয়, যাহা পিতা মাতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতার সর্ব্বস্ব, যে ধন গুপ্ত ও নিরাপদ, যাহা কদাপি নশ্বর নহে, মনুষ্য মৃত্যুকালে পৃথিবীর অতুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে ধন স্বর্গে সঙ্গে লইয়া যায়, যে ধন কাহার অন্যায় করে না, যাহা চোর চুরি করিতে পারে না। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করুন সেই ধন সহজেই উপার্জ্জিত হইবে।

এই ভূমণ্ডলে ঘৃণা দ্বারা কদাপি ঘৃণা পরাস্ত হয় না কিন্তু প্রেমের দ্বারা ঘৃণা পরাস্ত হইয়া যায়।

যেমন ভগ্ন কুটীরে বৃষ্টি নিপতিত হয় তদ্রূপ অশাসিত চিত্তে ইন্দ্রিয় প্রবিষ্ট হয়। নির্ব্বোধ মূর্খ লোকেরাই অসার বস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে। হে ভ্রান্ত মনুষ্য সকল, অসার অনিত্য পদার্থের অনুসরণ করিও না ও কামসুখের শরণাগত হইও না, সাধুলোক অনুরাগকেই তাঁহার পরম ধন জ্ঞান করেন।

ধ্যানস্থ অনুরাগী অপার আনন্দ সম্ভোগ করেন, কারণ তিনি এক অনুরাগবলে অসারতা ও অহঙ্কার বিনাশ

পূর্ব্বক জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। জ্ঞানী অজ্ঞানী পাপীকে নীচ বলিয়া জানেন। তিনি গম্ভীর ও শান্ত হইয়া পৃথিবীর প্রনকোলাহল তুচ্ছ করেন, যেমন গিরি-শিখরস্থ নিম্নভূমিস্থ জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

ধ্যানহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে অনুরাগী যোগীই শ্রেষ্ঠ। নিদ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহারাই সদা জাগ্রৎ। জ্ঞানীই উন্নতির পথে নিয়ত বিচরণ করেন, অজ্ঞানী পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, যেমন বলবান্ অশ্ব দুর্ব্বল ঘোটকের অগ্রে চলিয়া যায়।

মনকে বশীভূত করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম, তাহাকে বশে রাখা বড় কঠিন, কারণ ইহা ক্ষণমুহূর্ত্তে কোথায় দৌড়িয়া যায় ও কোথায় গিয়া নিবৃত্ত হয় তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। অতএব সংযত চিত্তই নিতান্তসুখবাঞ্ছক।

শত্রু আপন শত্রুর প্রতি, ক্রোধী অপর ক্রোধান্ধের প্রতি, দোষী অপরাধীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না কেন তাহা অত্যন্ত পাপ বৈ আর কিছুই নহে। কিন্তু যেমন মধু-মক্ষিকা কাহারো অনিষ্ট করে না, এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায় অথচ তাহার সৌরভ বা সৌন্দর্য্যের হানি করে না, কেবল অমৃত গ্রহণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও এই ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে হইবে। তিনি কেবল মধু সঞ্চয় করিবেন, অথচ তাঁহার দ্বারা কাহারো অনিষ্ট হইবে না।

চিন্তাহীন মানব এই লোকে কার্য্য করিয়া অকৃত-কার্য্যতা লাভ করে অথবা তাহা শেষ না হইতেই পরিত্যাগ করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বদা দেখা উচিত কোন কার্য্য তাঁহার করা হইয়াছে কি তাঁহার অকৃত পড়িয়া আছে।

যে ব্যক্তি মুখে সাধু ও মিষ্ট কথা বলে অথচ তদনুরূপ কার্য্য না করে তাহার জীবন সৌরভবিহীন সুন্দর পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল।

যত দিন পাপ অত্যন্ত ভীষণরূপ ধারণ করিয়া বাহিরে প্রকাশিত না হয়, তত দিন নির্ব্বোধ লোকে মনে করে ইহা সুখের কারণ, কিন্তু যখন তাহা পরিপক্ক হয় তখন সে অশেষ ক্লেশ পায়।

এক ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র লোককে জয় করিতে পারে বটে, কিন্তু যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

পাপকে সামান্য লঘু জ্ঞান করা উচিত নহে। যদি কেহ মনে মনে চিন্তা করে যে পাপ আমায় পরাস্ত করিতে পারে না তবে তাহার নিতান্ত ভ্রান্তি। কারণ কোন জলপাত্রের এক দেশে বিন্দুমাত্র ছিদ্র থাকিলে তাহা ক্রমে ক্রমে জলে পূর্ণ হইয়া নিমগ্ন হইয়া যায়, মূর্খ ব্যক্তি তদ্রূপ যদি জীবনে সামান্য পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তবে অল্পে অল্পে তাহার সমুদায় পাপে পূর্ণ হইয়া নরকে পতিত হয়।

হায়! মনুষ্য কেন হাসে? কোথায় তাহার আনন্দ, যখন তাহার ইন্দ্রিয়, ঘৃণা ও অবিদ্যা রূপ অগ্নি নিয়ত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে? হে তিমিরাবৃত মনুষ্যগণ, কেন তোমরা আলোক অন্বেষণ করিতেছ না?

মনুষ্য অপরের নিকট যাহা প্রচার করিতে যায় অগ্রে আপনার জীবন তদনুরূপ করা কর্ত্তব্য; কারণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই অপরকে জয় করিতে পারে। আপনার আত্মাকে বশে আনাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। যে ব্যক্তি প্রথমে ধ্যানহীন ও চঞ্চলচিত্ত সে পরে অনুরাগী হইয়া মেঘাস্তরিত চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীকে অধিক আলোকিত করে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের কোন এক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এবং পর লোকের প্রতি বিদ্রূপ করে, এমন কোন পাপ নাই যে সে তাহা করিতে না পারে।

আমরা যেন সুখে জীবন যাপন করি। যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে তৎপরিবর্ত্তে আমরা যেন তাহাদিগকে ঘৃণা না করি। অতএব যাহারা ঘৃণা করে তাহাদিগের প্রতি যেন আমরা প্রেম ব্যবহার করিতে পারি।

যাহারা নিয়ত ব্যস্ত তাহাদিগের মধ্যে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে বাস করি, যাহারা সদা উদ্বিগ্নচিত্ত ও লুব্ধ তাহাদের মধ্যে যেন আমরা নির্ল্লোভ হইয়া সুখে বসতি করি।

রোগীদিগের মধ্যে আমরা যেন নিরোগী হইয়া সুখে

কালযাপন করি, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধচিত্তগণের মধ্যে যেন আমরা অক্ষুব্ধ ও প্রশান্ত হইয়া অবস্থিতি করি।

যদিও ইহ সংসারে আমাদের নিজের কিছুই নাই, তথাপি আমরা যেন সুখে জীবিত থাকি। যাঁহারা নিয়ত সুধারস পান করেন সেই সকল দেবতাগণের ন্যায় হইতে আমরা নিয়ত চেষ্টা করিব।

জয় ঘৃণা ও অহঙ্কার উৎপন্ন করে, কারণ পরাজিত ব্যক্তি নিয়ত দুঃখী, কিন্তু প্রশান্ত সংযতচিত্ত জয় পরাজয়ের অতীত।

যে ব্যক্তি উদ্দীপ্ত ক্রোধানলকে প্রশান্ত করিতে পারে তাহাকেই আমি পরিচালক বলি। অপর লোকে কেবল বল্গা মাত্র ধারণ করিয়া রাখে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অশ্বকে ফিরাইতে পারে না।

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধু ভাবের দ্বারা অসাধু ভাবকে জয় করিবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে এবং উপকারের দ্বারা অপকারকে জয় করিবে।

সত্যকথা বল, ক্ষমা কর ও প্রার্থিত ব্যক্তিকে দান কর। যদি তোমার অল্প থাকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ অংশ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই ত্রিবিধ কার্য্যের দ্বারা মনুষ্য দেব-প্রকৃতি লাভ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন।

যাহা করা উচিত তাহা কর নাই, যাহা করা অনুচিত

তাহা করিয়াছ। যাহারা অহঙ্কারী ও অলস তাহাদের আশ্রব [মায়া] দিন দিন আরও বৃদ্ধি পায়।

ধর্ম্মের প্রসাদ প্রসন্নতাকে বৃদ্ধি করে, ধর্ম্মের মধুরতা সুমধুরতাকে উচ্চতর করে, ধর্ম্মের সুখ চিত্তকে আরও সুখী করে।

জন্মের দ্বারা কেহ নীচ জাতি বা ব্রাহ্মণও হয় না, কিন্তু কেবল কার্য্যের দ্বারা মনুষ্য নীচ বা ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।

ক্রোধ, সুরাপান, ভেদ, ধর্ম্মের প্রতি অসার অনুরাগ, ঈর্ষা, আত্মপ্রশংসা, নিন্দা, আত্মম্ভরিতা ও অপবিত্র সম্বন্ধ, এই সমুদায় কার্য্যে অপবিত্রতা উৎপন্ন করে, কিন্তু মাংসাহারে তাদৃশ নহে।

মৎস্য মাংস পরিত্যাগ, দিগম্বরত্ব, মস্তকমুণ্ডন বা জটাভার, মলিন বা সামান্যপরিচ্ছদ, অথবা অগ্নির নিকট বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্য কদাপি পবিত্র হয় না, যে মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, সেই পবিত্র।

বেদপাঠ, পুরোহিত দেবতাদিগকে কিছু দান, অগ্নি বা শীতলতার মধ্যে কঠোর তপস্যা, অথবা অমৃতত্ব লাভের জন্য অপর নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনের দ্বারা মনুষ্য পুণ্যবান্ হয় না, যে ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত সেই পবিত্র।

জীবহিংসা করিবে না, পরদ্রব্য অপহরণ করা অনুচিত, মিথ্যা কথা মহাপাপ, সুরাপান করা উচিত নহে। পর-স্ত্রীকে পবিত্র নয়নে দর্শন করিবে, রজনীতে আহার

করিবে না, পুষ্পমালা বা সুগন্ধ দ্রব্য চুয়া চন্দনাদি ব্যবহার করিবে না এবং ভূমিতে সামান্য শয্যায় শয়ন করিবে।

এই কয়েক প্রকার সাধন দ্বারা মনুষ্য দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অপার শান্তি প্রাপ্ত হয়।

আত্মাই দুষ্ক্রিয়া করে, আত্মাই দুষ্ক্রিয়ার ফলভোগ করে, আত্মাই দুষ্ক্রিয়া পরিহার করে, আবার আত্মাই আপনাকে বিশুদ্ধ করে। পবিত্রতা অপবিত্রতা আত্মার; অতএব কেহ কাহাকে পবিত্র করিতে পারে না।

ধর্ম্মপদ (আলবক সূত্র।)

১০ অধ্যায়।

যক্ষ আলবক শাক্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্, এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ কি? কি করিলে সর্ব্বোচ্চ সুখ লাভ করা যায়? মধুর হইতে সুমধুর বস্তু কি? এবং কি ভাবে জীবিত থাকিলে লোকে স্বর্গীয় জীবন বলিতে পারে?

শাক্য বলিলেন, এই ধরণীতলে বিশ্বাসই মানবের পরম সম্পদ্, ধর্ম্মাচরণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ, সত্যই সকল বস্তু হইতে সুমধুর, দিব্যজ্ঞান লাভই শ্রেষ্ঠজীবন।

আলবক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, হে ভগবন্, কিরূপে এই দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়? কিরূপেই বা এই বিস্তীর্ণ জীবনসমুদ্র উত্তরণ করা যায়? কি প্রকারে দুঃখ জয় করিতে হইবে এবং কি প্রকারেই বা মনুষ্য বিশুদ্ধ হইবে?

মহাসত্ত্ব বুদ্ধ বলিলেন, বিশ্বাসের দ্বারা মনুষ্য ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। অনুরাগের দ্বারা জীবনজলধি পার হইবে, সাধন সহকারে দুঃখ জয় করিবে। নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বিশুদ্ধ হয়।

আলবক বলিলেন, প্রভো, কিরূপে সম্বোধি প্রাপ্ত হওয়া যায়? কি প্রকারে প্রকৃত ধন লাভ হয়? কিরূপে প্রশংসাভাজন হইতে পারা যায়? কিরূপেই বা মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু হইতে পারে, আর কিরূপে বা মনুষ্য ইহলোক হইতে সুখে আনন্দে শোকবিহীন হইয়া পরলোকে যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব বলিলেন, যে বিশ্বাস করে যে বুদ্ধধর্ম্মই নির্ব্বাণ-লাভের একমাত্র উপায়, সে সম্বোধি প্রাপ্ত হইবে। তিনি অনুরাগী ও সূক্ষ্মদর্শী হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা সম্বোধি লাভের অনুকূল হয়।

যে কেবল কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তৎপ্রতি যে গুরু ভার অর্পিত হয় তাহা অনায়াসে বহন করে ও তাহাতে যত্নবান্ হয়, সেই প্রকৃত ধন উপার্জ্জন করে। সত্যের দ্বারা

মনুষ্য যশ লাভ করে, এবং প্রেমের দ্বারা মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু হয়।

যে গৃহস্থ বিশ্বাসী ও যে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মে (অর্থাৎ সত্য, ন্যায়, দৃঢ়তা ও উদারতাতে) বিভূষিত, এতাদৃশ ব্যক্তি মৃত্যু-কালে শোক বা দুঃখে মুহ্যমান হয় না।

সুন্দরিক ভারদ্বাজ সূত্র।

যিনি সাধুর সহিত সাধুভাবে মিলিত হয়েন এবং অসাধু হইতে সদা দূরে থাকেন, তিনিই তথাগত, তিনি অনন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ইহ পরলোকে পবিত্র থাকিয়া সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত।

যিনি অহঙ্কার ও অভিমান শূন্য, কাম বাসনা ও স্বার্থ-পরতা হইতে বিমুক্ত এবং যিনি ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছেন, যিনি শান্ত, শোক যাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, তিনিই সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত

যিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জয়ী হইয়া ইতস্তত বিচরণ করেন, যিনি জন্ম মৃত্যু অন্ত অবগত আছেন, ও যিনি সম্পূর্ণ সুখী এবং অগাধ জলধির ন্যায় প্রশান্ত, তিনিই সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত।

যিনি অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত, সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্বে যাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ উজ্জ্বল যিনি ভাগবতী

তনু ধারণ করিয়াছেন, যিনি পূর্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত শান্তি।

আমি কি খাইব এবং কোথায় খাইব ও শয়ন করিব, এই ভাবিয়া মনুষ্য অসুখী ও সন্দিগ্ধ হয়, কিন্তু যিনি প্রকৃত ভিক্ষু তিনি এই শোকাবহ সন্দেহ পরাজয় করিয়াছেন।

ধর্ম্মপদ।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

এক শিষ্য ভগবান্ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, মাতৃগর্ভেত কেহ ব্রাহ্মণ হয় না তবে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। গৌতম বলিলেন;—

যে ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ, নির্দ্দোষ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, এবং সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

সূর্য্য দিবসে উজ্জ্বল, চন্দ্রমা রজনীতে স্নিগ্ধকর, যোদ্ধা বর্ম্মধারণে তেজস্বী, ব্রাহ্মণ ধ্যানে সমুজ্জ্বল, কিন্তু বুদ্ধ দিন যামিনী সকল সময়েই অত্যুজ্জ্বল প্রভায় দীপ্যমান।

যে সকল প্রকার বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যে কদাপি ভীত হয় না, এবং নিয়ত স্বাধীন ও অটল, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে অক্রোধী, কর্ত্তব্যানুরাগী, সাধু, বাসনাবিহীন, আত্ম-

বশী এবং ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার জ্ঞান গভীর, যে জ্ঞানে নিয়ত বিচরণ করে, যে সদসৎ পন্থা উত্তমরূপে অবগত আছে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি।

যে অসহিষ্ণুর প্রতি ধীর, অনুদারের প্রতি উদার, দোষীর প্রতি নির্দ্দোষ, এবং ক্রোধী জনের প্রতি ক্ষমাশীল আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি ইহলোকের অসার বস্তুতে উদাসীন ও যে সত্যকে প্রতীতি করিয়াছে কিন্তু কিরূপে সত্যপ্রতীতি হয় ইহা যে কদাপি বলিতে চাহে না এবং যে অমৃতহ্রদ-সাগরের অতলস্পর্শ গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি ইহলোকের পাপ পুণ্যের অতীত ও উভয় প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত এবং যে শোক পাপ ও অপবিত্রতা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার গতি গন্ধর্ব্ব, দেবগণ ও মনুষ্য বুঝিতে অক্ষম এবং যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে ব্যক্তি পূজনীয় অর্হৎ, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার আমার বলিবার কিছুই নাই, যে অতি দীন এবং পৃথিবীর তাবৎ পদার্থের প্রতি অনানুরাগী, আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যিনি তেজস্বী, মহানুভব, ধর্ম্মবীর, অত্যুচ্চ সাধক, সর্ব্বজেতা, দুর্ব্বোধ্য, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সদা জাগ্রৎ, আমি তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলি।

ধ্যানই অমৃতত্ব লাভের উপায়, আর ধ্যানহীনতাই মৃত্যুকে আনয়ন করে। যাহারা ধ্যানতৎপর তাহাদিগের মৃত্যু নাই, কিন্তু যাহারা ধ্যানহীন তাহারা নিয়ত মৃত্যুমুখে বাস করিতেছে।

পাপকারী ইহ পর লোকে দুঃখ পায়, যে পাপ সে করিয়াছে তাহা যখন চিন্তা করে দুঃখানলে জ্বলিতে থাকে, তদপেক্ষা সে আরও ক্লেশ পায় যখন সে পাপপথে বিচরণ করিতে থাকে। সুপথগামী মন যেমন আমাদের উপকার করে, এরূপ পিতা মাতা আত্মীয় বান্ধব কেহই হিতসাধন করিতে সক্ষম নহে।

জননী যেমন স্বীয় সন্তানের প্রতি নিয়ত প্রেমদৃষ্টি স্থাপন করেন, তদ্রূপ মনুষ্যের সমুদায় প্রাণীর প্রতি মৈত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পলিতশির বলিয়া কেহ বৃদ্ধ নহেন। তাঁহার বয়স অধিক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাকে বস্তুতঃ বৃদ্ধ বলা যায় না। যাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম, সংযম ও পরিমিততা আছে ও যিনি অপবিত্রতা হইতে নির্ম্মুক্ত এবং জ্ঞানী, তিনিই বৃদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়েন।

উচ্চ ধর্ম্ম কি? সন্মার্গে পদরক্ষাই উচ্চধর্ম্ম। প্রধান

মহত্ত্ব কি? জ্ঞানের বিধানানুসারে কর্ম্ম করাই প্রধান মহত্ত্ব।

পিতা পুত্রের কর্ত্তব্য।

পিতামাতা সর্ব্বোপায়ে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপন পুত্র কন্যাদিগকে নিয়ত পাপ ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

ধর্ম্মেতে তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সমুন্নত করিবেন।

তাহাদিগকে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।

পুত্র ও কন্যাদিগকে গুণবতী ভার্য্যা ও গুণবান্ ভর্ত্তা প্রদান করিয়া সুখী করা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য।

তাহাদিগকে নিজ সম্পত্তি প্রদান করিয়া উত্তরাধিকারী করিবেন।

সন্তানের কর্ত্তব্য।

যাঁহারা আমাকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিয়াছেন আমিও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিব।

তাঁহাদের অর্পিত সংসারের গুরুভার আমাকেই বহন করা কর্ত্তব্য।

আমি তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিব।

আমি তাঁহাদের উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত হইব।

যখন তাঁহারা ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন আমি

তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্মরণার্থ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।

শিক্ষক ছাত্রের কর্ত্তব্য।

ছাত্রগণ শিক্ষকদিগকে সমাদর করিবে।

তাঁহাদের সমক্ষে উত্থান করিবে।

তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে।

তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকিবে।

তাঁহাদের অভাব মোচন করিয়া দিবে।

তাঁহাদের পাঠের প্রতি মনোযোগ দিবে।

শিক্ষকগণ স্বীয় ছাত্রগণের প্রতি স্নেহপরবশ হইবেন।

যাহা সাধু ও উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিবেন।

তাহাদের জ্ঞান শীঘ্র সমুন্নত করিয়া দিবেন।

বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ে ছাত্রগণকে নিয়ত উপদেশ দিবেন।

বন্ধুবর্গ ও সমবয়স্কগণের নিকট ছাত্রদিগের প্রশংসা করিবেন, এবং বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।

স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

স্বামী ভার্য্যাকে বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত ভাল বাসিবেন।

সহধর্ম্মিণীকে সমাদর করিবেন।

তাঁহার প্রতি সদয় কোমল ব্যবহার করিবেন।

তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হইবেন।

অপরে যাহাতে ভার্য্যাকে সমাদর করে তৎপ্রতি মনো-

যোগী হইবেন। তাঁহাকে উপযুক্ত ভূষণ ও পরিচ্ছদ দিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন।

ভার্য্যা পতির প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ করিবেন।

গৃহ কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিবেন।

স্বামীর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের সেবা তৎপরা হইবেন, অত্যন্ত সাধ্বী ও পতিব্রতা হইবেন।

গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন।

তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে নৈপুণ্য ও অনালস্য প্রদর্শন করিবেন।

বন্ধু বান্ধবের প্রতি।

সম্ভ্রান্ত মাননীয় ব্যক্তির বন্ধুগণের প্রতি নিয়ত নিম্নলিখিত কার্য্যের দ্বারা সদ্ভাব রাখা, সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উপহার প্রদান, অমিয় বচন, তাঁহাদের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা, সমভাবে তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবহার করা এবং আপন সম্পত্তির অংশী মনে করা উচিত।

আত্মীয়গণের বন্ধুর প্রতি।

আত্মীয়গণের তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

যখন অরক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করেন তখন তাঁহাকে রক্ষা করা উচিত।

যখন তিনি অসাবধান হন তখন তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করা চাই।

বিপৎকালে তাঁহাকে আশ্রয় দান, দুরবস্থায় তাঁহার প্রতি প্রসন্নতা ও তাঁহার পরিবারের প্রতি দয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য।

প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ।

প্রভু ভৃত্যগণের হিতসাধনে নিয়ত সচেষ্ট থাকিবেন।

তাহাদের সামর্থ্যানুরূপ কার্য্যবিভাগ করিয়া দিবেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার ও বেতন দিবেন।

পীড়ার সময় তাহাদের সেবা ও চিকিৎসা করাইবেন।

সময়ে সময়ে তাহাদের দুঃখে সমদুঃখী হইবেন, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অবসর দিবেন।

ভৃত্যদিগের কর্ত্তব্য এই প্রভুকে হৃদয়ের সহিত সম্মান করিবে. তাঁহার সমক্ষে গাত্রোত্থান করিবে।

প্রভু শয়ন করিলে শয়ন করিতে যাইবে, যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ আনন্দের সহিত কার্য্য করিবে এবং প্রভুর প্রশংসা করিবে।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী।

নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে গৃহস্থ মাননীয় সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের যথাসাধ্য সেবা করিবেন।

কায়মনোবাক্যে অনুরাগ প্রদর্শন তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদর।

তাঁহাদের পার্থিব অভাব মোচন।

সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য।

গৃহস্থকে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, ধর্ম্মেতে সমুন্নত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিবেন।

তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন, মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবেন।

সূত্ত নিপাত।

২ য়, অধ্যায়।

ধানীয় সূত্ত।

এক ধনসম্পন্ন কৃষকের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথন হয়। ঐ কৃষকের নাম ধনীয়, বড় সরল প্রকৃতির লোক।

ধনীয় বলিল, আমি অন্নপ্রস্তুত করিয়াছি, দুগ্ধদোহনও করিয়াছি। আমি মাহী নদীতীরে প্রতিবাসীগণের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি, আমার গৃহ বেশ সমাচ্ছাদিত, অগ্নিও প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতএব, হে আকাশ, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে বারিবর্ষণ কর।

বুদ্ধ বলিলেন, আমিও ক্রোধ ও জিগীষা হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমিও এক রজনী মাহী নদী তটে বাস করিয়াছি। আমার গৃহ অনাচ্ছাদিত আকাশ। ইন্দ্রিয়ানল,

নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। অতএব, হে আকাশ, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে বারিবর্ষণ কর।

কৃষক বলিল, আমার এখানে মশক দংশনের ভয় নাই, এই প্রান্তরে প্রচুর তৃণদল, গাভি সকল সুখে বিচরণ করিতেছে। বৃষ্টি আসিলে তাহারা বিলক্ষণ সহ্য করে। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর।

বুদ্ধ বলিলেন, আমার নিকট সুনির্ম্মিত ভেলা আছে, আমি নির্ব্বাণের পরপারে উপনীত হইয়াছি। আমি ইন্দ্রিয়রূপ স্রোত অতিক্রম করিয়া ভবনদীর পরপারে গিয়াছি, তথায় আর বেড়ার প্রয়োজন নাই। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর।

কৃষক বলিল, আমার পত্নী বড় বশীভূতা, কদাপি স্বেচ্ছা চারিণী নহেন। বহু দিন হইতে আমার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন। তিনি বড় চিত্তবিনোদিনী এবং আমি শুনিয়াছি তাঁহাতে কিছুমাত্র দুষ্টতা নাই। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর।

বুদ্ধ বলিলেন আমার মন বড় বশীভূত, সে পৃথিবীর মায়াপাশ হইতে মুক্ত। অনেক দিন হইতে ইহা উৎকৃষ্টরূপে উন্নত ও সুন্দররূপে বিজিত, আমাতে আর কিছু মাত্র দুষ্টতা নাই। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর।

কৃষক বলিল, আমি স্বোপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ করি, আমি কাহারও অধীন বা গলগ্রহ নই। আমার সন্তানসন্ততি কেমন সুস্থ ও নির্দ্দোষ। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর।

বুদ্ধ বলিলেন, আমিও কাহারো দাস বা অধীন নহি। আমি স্বয়ং যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা লইয়া সুখে পৃথিবীর ইতস্তত বিচরণ করি। কাহার দাসত্ব করা আর প্রয়োজন নাই। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে বারিবর্ষণ কর।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে স্বর্গ-হইতে প্রচুর বারিবর্ষিত হইতে লাগিল, সাগর ও ভূমি প্লাবিত হইয়া গেল ইহা দেখিয়া কৃষক বলিল, বাস্তবিক ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া আমার অসামান্য লাভ হইল। হে জ্ঞান-চক্ষু, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাদের উপ-দেষ্টা গুরু হউন। আমি ভার্য্যার সহিত আপনার অধীন হইলাম। যদি এখন আমরা উভয়ে পবিত্র জীবন লাভ করি তাহা হইলে নিশ্চয় জন্ম, মৃত্যু, জরা ও সমুদায় দুঃখ বিনাশ করিতে পারি।

সারি পুত্ত সুত্ত।

১৬ অধ্যায়।

অনাগসস্ন বিঞ্ঞানতো ন অত্তি কাকি নিসংক্কিতি।
বিরতো সো বিয়ারস্তো ক্ষেমম্ পস্সতি সব্বধি॥

যে ব্যক্তি বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, যে নিয়ত অন্তরদর্শী, যাহার কোন প্রকার সংস্কার নাই এবং যে পার্থিব চেষ্টা হইতে বিরত, সে সর্ব্বত্র সুখী ও মঙ্গলকর ব্যাপার দর্শন করে।

যে ভিক্ষু শান্তিগৃহে বাস করেন তাহাতে তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই এবং বিপদেরও সম্ভাবনা নাই।

যে অমৃতময় জগতে ভিক্ষু সকল প্রকার বিপদ জয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর অন্যতর বিপদ কি হইতে পারে?

বিপদে বিচলিত বা ভীত হইবে না। অনেক বিপদ দেখিয়াও স্থির প্রশান্ত থাকিবে। যে বিপদে মঙ্গল অন্বেষণ করে সে বিপদকে সহজেই জয় করিতে পারে।

জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবে, সাধুতাতে আনন্দিত হইবে, বিপদকে তুচ্ছ করিবে। অসন্তোষকে পরাজয় করিবে এবং চতুর্বিধ শোকের কারণ হইতে নিরস্ত হইবে।

লোকের নিকট অবনত হও, কিন্তু ভিক্ষা করিও না। ধ্যানে মগ্ন হও, সদা জাগ্রৎ থাক, প্রশান্ত মনে শান্তিরস পান কর।

কুণ্ডক সূত্ত।

৫ অধ্যায়।

একদা এক কুণ্ডকনামে কর্ম্মকার আসিয়া শাক্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করে, আপনিত ধর্ম্মরাজ, কামনাবিহীন, অত্যুত্তম নেতা, কত প্রকার সামণ (শ্রমণ) আছে বলুন। বুদ্ধ বলিলেন চতুর্ব্বিধ, মগ্‌জিন (মার্গজিন) মগ্‌গা দেশক (মার্গদেশক) মগ্‌গজিবীন (মার্গজীবীন) মগ্‌গ দুষিণ (মার্গদূষণ)।

কুণ্ডক কহিল, এই চতুর্ব্বধ সামণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

বুদ্ধ বলিলেন, যিনি সন্দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, সদা নির্ব্বাণ সুখে সুখী, সকল প্রকার লোভ হইতে বিরত, দেবমানবের নেতা, তাঁহাকে মার্গজিন বলা যায়।

যিনি ইহ লোকে সর্ব্বোচ্চ নির্ব্বাণতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং ধর্ম্মকে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন, যাঁহার কোনরূপ স্পৃহা ও সন্দেহ নাই, তাঁহাকে দ্বিতীয় ভিক্ষু বা মার্গদেশী বলা যায়।

ধর্ম্মপদে যে সকল সত্য বর্ণিত হইয়াছে, যিনি তদনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া আচরণ করেন এবং ইন্দ্রিয় সংযত চিত্ত স্থির ও পবিত্র কথা বলেন, তাঁহাকে তৃতীয় ভিক্ষু বা মার্গ জীবীন বলা যায়।

আর যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বলে, পরিবারদিগকে কলঙ্কিত করে, যে নির্লজ্জ অহঙ্কারী, ইন্দ্রিয়পরবশ, ধূর্ত্ত ও শঠ; তাহাকে মার্গদূষণ বলা যায়।

যে স্বয়ং পবিত্র নহে, তাহার পবিত্র পীতবর্ণ বসন পরিধান করা উচিত নহে। যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে অক্ষম ও সাধু নহে, সে পীত বসন পরিধানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

যে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে তাহার জীবন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অদৃঢ়।

ধর্ম্মচক্র ও তৎপ্রবর্ত্তক।

[ললিত বিস্তর হইতে অনুবাদিত।]

অনন্তর মৈত্রেয় নাম্না মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব ভগবান্‌কে এইরূপ বলিলেন; হে ভগবন্, আপনি ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ব্যাখ্যা করিতেছেন। দশ দিক্ এবং লোক ধাতুতে একত্রিত মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বগণ ভগবানের নিকট ধর্ম্মচক্রে কি প্রকারে প্রবেশ হয় শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব আপনি উহা উপদেশ করুন। আপনি তথাগত অর্হৎ, এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধ। তথাগত কর্ত্তৃক কিরূপ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল?

ভগবান্ বলিলেন, হে মৈত্রেয়, গম্ভীর সেই চক্র, কেন না আগ্রহেও বুঝিতে পারা যায় না; দুর্দ্দমন সেই চক্র, কেন না

দ্বৈত ভাব নাই; দুরনুবোধ সেই চক্র, কেন না মনের গ্রাহ্য অগ্রাহ্য উভয়ই; দুর্ব্বিজ্ঞেয় সেই চক্র, কেন না জ্ঞান বিজ্ঞান উভয়েরই সাম্য তাহাতে আছে; অনাবিল সেই চক্র কেন না আবরণ মোচন এবং মোক্ষ লাভ হয়; সূক্ষ্ম সেই চক্র, কেন না উহাতে উপন্যাস নাই; সার সেই চক্র, কেন না উহা দ্বারা বজ্রোপম জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়; অভেদ্য সেই চক্র, কেন না উহার আরম্ভ ও শেষ সম্ভবে না; অপ্রপঞ্চ সেই চক্র, কেন না সমুদায় প্রপঞ্চ পার হইয়া উপস্থিত হইয়াছে; অকোপ্য [অনড়] সেই চক্র, কেন না অত্যন্ত স্থিরতর; সর্ব্বত্রানুগত সেই চক্র, কেন না উহা আকাশসদৃশ। হে মৈত্রেয়, সেই ধর্ম্মচক্র আবার সমুদয়ধর্ম্মের প্রকৃতি ও স্বভাব সন্দর্শনবিভব চক্র; এই চক্রে [জ্ঞানের] অনুৎপত্তি ও অনিরোধ অসম্ভব; এ চক্র আলয় [লয় পর্য্যন্ত স্থিতি] শূন্য, সঙ্কল্পবিকল্পবিরহিত ধর্ম্মনয়পূর্ণ এই চক্র; শূন্যতা [সম্পাদক] এই চক্র; হেতুবিরহিত এইচক্র; [বিষয়] অভিনিবেশশূন্য এই চক্র; সংস্কারশূন্য এই চক্র; [ইহা] বিবেকচক্র; বিরাগচক্র; বিবোধ চক্র; তথাগতসম্বন্ধে বোধ জন্মে ঈদৃশ চক্র; ধর্ম্মধাতুপ্রকাশক এই চক্র; ভূতকোটি সহ অবিসংবাদী এই চক্র; অসঙ্গ [অনাসক্ত] ও আবরণশূন্য এই চক্র; প্রতীতি [বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান] ও অবতার [পুনঃ পুনঃ জন্ম] এ উভয়ের অন্তদর্শন অতিক্রম করিবার এই চক্র; অনন্ত মধ্যধর্ম্ম-

ধাতু সহ অবিসংবাদী এই চক্র; বুদ্ধগণ অপূর্ণ এ কথার উপর অশ্রদ্ধা সমুৎপাদক এই চক্র; প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত এই চক্র; অত্যন্ত জ্ঞানাতীত এই চক্র; অবিতর্কশিরো-ভূষণ এই চক্র; "আমি করিব" ইত্যাদি অহমিকাসূচক বাক্যশূন্য এই চক্র; প্রকৃতিযথাবৎ এই চক্র; এক বিষয়ে সমুদায় ধর্ম্মের সমতাসম্পাদক এই চক্র; নিত্যত্বসম্পাদক বিনয়াধিষ্ঠান সংসারনিরাসক এই চক্র; সমুদায় পদার্থ জ্ঞান সহ অভিন্ন এমত লোপ না করিয়া পরমার্থনয়ে [সিদ্ধান্তে] প্রবেশ করিতে পারা যায় ঈদৃশ চক্র; ধর্ম্মধাতু অবসর লাভ করে ঈদৃশ চক্র; অপ্রমেয় সেই চক্র; সর্ব্বপ্রমাণাতিক্রান্ত অসংখ্যেয় সেই চক্র; সমুদায় সংখ্যা-বিরহিত অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় সেই চক্র; চিত্তপথাতিক্রান্ত অতুল্য সেই চক্র; তুলাবিরহিত অনির্ব্বচনীয় সেই চক্র; সমুদায় প্রকারের শব্দ, নিনাদ, ও বাক্‌পথে আনীত, অনন্য, অনুপম, উপমাবিরহিত, আকাশসদৃশ অনুচ্ছেদ্য, সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরতর, বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান ও অবতরণ [পুনঃ পুনঃ আগমন] এ দুয়ের সঙ্গে প্রথমতঃ অবিরুদ্ধ পশ্চাৎ নিবর্ত্তক, অত্যন্তোপশম, তত্ত্ব, সত্য ও অন্যথাভাববর্জ্জিত, সমুদায় প্রাণীর শব্দ ও আচরণের নিগ্রহ, মারপরাজয়, তীর্থিকগণের যত্নাতিক্রম, সংসার ও বিষয়ের অবতারণ [দূরে নিঃক্ষেপ], বুদ্ধবিষয় পরিজ্ঞাত, সমুদায় আর্য্যশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অনুবুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত, বোধি-

সত্ত্বগণ কর্ত্তৃক স্তুত, সমুদায় বুদ্ধ সমুদয় তথাগত কর্ত্তৃক বিভাগকৃত, হে মৈত্রেয়, তথাগত ঈদৃশ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

এই ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন বশতই ইহাঁকে তথাগত বলে, সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলে, স্বয়ম্ভু বলে, ধর্ম্মস্বামী বলে, নায়ক বলে, বিনায়ক বলে, পরিনায়ক বলে, সার্থবাহ বলে, সর্ব্বধর্ম্মবশবর্ত্তী বলে, ধর্ম্মেশ্বর বলে, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তী বলে, ধর্ম্মদানপতি বলে, যজ্ঞস্বামী বলে, সিদ্ধব্রত বলে, পূর্ণাভিপ্রায় বলে, দেশিক [ধর্ম্মোপদেষ্টা] বলে, আশ্বাসক বলে, ক্ষেমঙ্কর বলে, শূর বলে, রণঞ্জহ [রণে উত্তীর্ণ] বলে, বিজিতসংগ্রাম বলে, উচ্ছ্রিতছত্র-ধ্বজ-পতাক বলে, আলোককর বলে, প্রভঙ্কর বলে, তমোনুদ বলে, উল্কাধারী বলে, মহাবৈদ্যরাজ বলে, ভূতচিকিৎসক বলে, মহাশল্যহর্ত্তা বলে, বিতিমির জ্ঞানদর্শন বলে, সমন্তদর্শী বলে, সমন্ত বিলোকিত বলে, সমন্ত চক্ষু বলে, সমন্তপ্রভ বলে, সমন্ত আলোক বলে, সমন্তমুখ বলে, সমন্ত প্রভাকর বলে, সমন্তচন্দ্র বলে, সমন্ত প্রাসাদিক বলে, অপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ে বিতর্কশূন্য শিরোভূষণ বলে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আয়তন বশতঃ ধরণীসম বলে, অপ্রকম্প্য হেতু শৈলেন্দ্রসদৃশ বলে, সর্ব্বগুণ সম্পন্নজন্য সর্ব্বলোকশ্রী বলে, সর্ব্বলোক হইতে উন্নত বশতঃ অনবলোকিতমূর্দ্ধা বলে, গম্ভীর দুরবগাহজন্য সহস্রকল্প বলে, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের পাক্ষিক ধর্ম্মরত্ন সকল দ্বারা পরিপূর্ণ

জন্য ধর্ম্মরত্নাকর বলে, অনিকেত জন্য বায়ুসম বলে, আসক্তির বন্ধনমুক্ত চিত্ত বশতঃ অসঙ্গবুদ্ধি বলে, সর্ব্বধর্ম্ম নির্ব্বিরোধী জ্ঞান বশতঃ অবৈবর্ত্তিকধর্ম্ম বলে, দুষ্প্রাপ্য সর্ব্ববিধ মননে অক্ষীণ যে ক্লেশসমূহ তাহার দাহ প্রতিষ্ঠিত করাতে তেজসম বলে, অনাবিলসঙ্কল্প নির্ম্মলকায়চিত্ত এবং বিগতপাপ বশতঃ অপ্সম বলে, অসঙ্গজ্ঞানবিষয়ক আনন্দ এবং মধ্যধর্ম্মধাতুগোচর জ্ঞান ও অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হেতু আকাশসম বলে, নানা আবরণযুক্ত ধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত বশতঃ অনাবরণজ্ঞান-বিমোক্ষ-বিহারী বলে, আকাশসদৃশ চক্ষুঃপথ অতিক্রম করাতে সর্ব্বধর্ম্মপ্রসৃত ব্যাপ্তকায় বলে, সমুদায় লোকে যে সকল বিষয় আছে তদ্দ্বারা ক্লিষ্ট নয় বলিয়া উত্তমসত্ত্ব বলে, [ইহাঁকে] অসঙ্গসত্ত্ব বলে, অপ্রমাণ [অপরিমেয়] বুদ্ধি বলে, লোকোত্তর ধর্ম্মদেশিক [ধর্ম্মোপদেষ্টা] বলে, লোকচৈত্য বলে, লোকবৈদ্য বলে, লোকাভ্যুদ্গত [ঊচ্চভূমি আরূঢ়] বলে, লোকধর্ম্মে অনুপলিপ্ত বলে, লোকনাথ বলে, লোকজ্যেষ্ঠ বলে, লোকশ্রেষ্ঠ বলে, লোকেশ্বর বলে, লোকমহিত [পূজিত] বলে, লোকপরায়ণ বলে, লোকপারঙ্গত বলে, লোকপ্রদীপ বলে, লোকোত্তর বলে, লোকগুরু বলে, লোকার্থকর বলে, লোকানুবর্ত্তক বলে, লোকবিৎ বলে, লোকাধিপতাপ্রাপ্ত বলে, মহদক্ষিণীয় বলে, পূজার্হ বলে, মহাপুণ্যক্ষেত্র বলে, অগ্রসত্ত্ব বলে, বরসত্ত্ব বলে, প্রবরসত্ত্ব বলে, উত্তমসত্ত্ব বলে, অসমসত্ত্ব বলে, অনুত্তমসত্ত্ব বলে,

অসদৃশসত্ত্ব বলে, সতত সমাহিত বলে, সর্ব্বধর্ম্মসমতাবিহারী বলে, মার্গপ্রাপ্ত বলে, মার্গদর্শক বলে, মার্গদেশক [উপদেশক] বলে, সুপ্রতিষ্ঠিতমার্গ বলে, মারবিষয়সমতিক্রান্ত বলে, মারমণ্ডলবিধ্বংসনকর বলে, অজরামরণও শীতিভাবপ্রাপ্ত বলে, বিগতমোহান্ধকার বলে, বিগতকণ্টক বলে, বিগতকাঙ্ক্ষ বলে, বিগতক্লেশ বলে, বিনীত [অপগত] সংশয় বলে, বিমতিসমুদ্ঘাটিত বলে, বিমুক্ত বলে, বিরক্ত বলে, বিশুদ্ধ বলে, বিগতরাগ [অনাসক্ত] বলে, বিগতদোষ বলে, বিগতমোহ বলে, ক্ষীণাশ্রব [বিগতকর্ম্মবন্ধ] বলে, নিঃক্লেশ বলে, বশীভূত বলে, সুবিমুক্তচিত্ত বলে, সুবিমুক্তপ্রজ্ঞ বলে, আয়ানের [সমুদায়প্রাপ্যবিষয়প্রাপ্ত] চিত্ত বলে, মহানাগ বলে, কৃতকৃত্য বলে, কৃতকরণীয় বলে, অপহৃতভার বলে, অনুপ্রাপ্তস্বকার্য্য বলে, পরীক্ষীণভবসংযোজন বলে, সমতাজ্ঞানবিমুক্তি বলে, সর্ব্বচেতোবশী পরমপারমিতাপ্রাপ্ত বলে, দানপারগত বলে, শীলাভূদ্গত বলে, ক্ষান্তিপারগ বলে, বীর্য্যাভূদ্গত বলে, ধ্যানাভিজ্ঞাপ্রাপ্ত বলে, প্রজ্ঞাপারগত বলে, সিদ্ধপ্রণিধান বলে, মহামৈত্রাবিহারী বলে, মহাকরুণাবিহারী বলে, মহামুদিতাবিহারী বলে, মহাউপেক্ষাবিহারী বলে, সত্ত্বসংগ্রহপ্রযুক্ত বলে, অনাবরণপ্রতিসংবিৎপ্রাপ্ত বলে, প্রতিশরণভূত বলে, মহাপুণ্য বলে, মহাজ্ঞানী বলে, স্মৃতি-মতি-গতি বুদ্ধি সম্পন্ন বলে স্মৃত্যুপস্থান, সম্যক্প্রহাণ, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়বল, বোধি অঙ্গ,

সমর্থ, বিদর্শন এই সকল [উপায়] দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত বলে, উত্তীর্ণসংসারার্ণব বলে ; পারগ বলে ; স্থলগত বলে ; ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে ; অভয়প্রাপ্ত বলে ; মর্দ্দিতমারক্লেশকণ্টক বলে ; পুরুষ বলে ; মহাপুরুষ বলে ; পুরুষসিংহ বলে ; বিগত-ভয় লোমহর্ষণ বলে ; নাগ বলে ; নির্ম্মল বলে ; ত্রিমলবিহীন বলে ; বেদক বলে ; ত্রৈবিদ্যানুপ্রাপ্ত বলে ; চতুরোঘোত্তীর্ণ বলে ; পারগ বলে ; ক্ষত্রিয় বলে ; ব্রাহ্মণ বলে ; একরত্নছত্র-ধারী বলে ; বাহিত [দুরীভূত] পাপধর্ম্ম বলে ; ভিক্ষু বলে ; ভিন্ন অবিদ্যাণ্ডকোষ বলে ; শ্রমণ বলে ; সর্ব্বসঙ্গ [আসক্তি]-পথাতিক্রান্ত বলে ; শ্রোত্রিয় বলে ; নিঃসৃতক্লেশ বলে ; বল-বান্ বলে ; দশবল * ধারী বলে ; ভগবান্ বলে ; ভাবিত [অত্যুচ্ছ্রিত] কায় বলে ; রাজাতিরাজ বলে ; ধর্ম্মরাজ বলে ; বরপ্রবর বলে ; বরপ্রবর ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনানুশাসক বলে ; অকোপ্য ধর্ম্মদেশক [উপদেষ্টা] বলে ; সর্ব্বজ্ঞজ্ঞানাভিষিক্ত বলে ; অসঙ্গ-মহাজ্ঞান-বিমলবিমুক্তিপট্টাবদ্ধ বলে ; সপ্তবো-ধ্যঙ্গরত্ন সমন্বাগত † বলে ; সর্ব্বধর্ম্মবিশেষপ্রাপ্ত বলে ; সমুদায় আর্য্যশ্রাবক ও মার্ষ [শ্রেষ্ঠ জন] অবলোকিত

---

* দানশীলক্ষমাবীর্য্যধ্যানপ্রজ্ঞাবলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশকুলবলানি বৈ ॥

† স্মৃতি, ধর্ম্ম [প্রবিচয়], বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা।

মুখমণ্ডল বলে; বোধিসত্ত্ব মহাসত্ত্ব পুত্রপরিবার বলে; সুবিনীতবিনয় বলে; সুব্যাকৃত বোধিসত্ত্ব বলে; বৈশ্রবণ সদৃশ বলে; সপ্তার্য্যধনবিশ্রামিত কোষ বলে; মুক্তত্যাগ বলে; সর্ব্বসুখসম্পত্তিসমন্বাগত বলে; সর্ব্বাভিপ্রায়দাতা বলে; সর্ব্বলোকহিতসুখানুপালক বলে; ইন্দ্রসম বলে; জ্ঞানবল-বজ্রধারী বলে; সমন্তনেত্র বলে; সর্ব্বধর্ম্মের অনাবরণ জ্ঞানদর্শী বলে; সমন্ত জ্ঞানবিকুর্ব্বাণ [প্রকাশক] বলে; বিপুল ধর্ম্মনটকপ্রবিষ্ট বলে; চন্দ্রসম বলে, সর্ব্বত্র গতে অতৃপ্তি দর্শন বলে; সমন্ত [চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত] বিপুল বিশুদ্ধপ্রভ বলে; প্রীতিপ্রামোদ্যকর বলে; সর্ব্বসত্ত্বাভিমুখদর্শনাবভাস বলে; সমুদায় জগতের চিত্ত, আশয় ও ভাজন [পাত্রত্ব] সম্বন্ধে প্রতিভাস প্রাপ্ত বলে; মহাব্যূহ বলে, শৈক্ষ অশৈক্ষ (?) জ্যোতির্গণের পরিবার বলে; আদিত্যমণ্ডলসমতিক্রান্ত বলে; বিধুত [দূরীকৃত] মোহান্ধকার বলে; মহাকেতুরাজ বলে; অপ্রমাণ [অপ্রমেয়] অনন্ত রশ্মি বলে; মহাবভাসসন্দর্শক বলে; সর্ব্বপ্রশ্ন ব্যাখ্যান ও নির্দ্দেশে অসম্মূঢ় বলে; মহা অবিদ্যান্ধকার বিধ্বংসনকর বলে; সর্ব্বজ্ঞানালোকবিলোকিতবুদ্ধ নির্ব্বিকল্প বলে; মহামৈত্রীকরুণা-কৃপা-সর্ব্বজগৎসমরশ্মিপ্রযুক্ত প্রমাণবিষয় বলে; প্রজ্ঞা ও পারমিতাতে গম্ভীর দুরাসদ ও দুর্নরীক্ষমণ্ডল বলে; ব্রহ্মসম বলে; প্রশাস্ত-ঈর্য্যাপথ বলে; সর্ব্ব আর্য্যাপথচর্য্যাতে বিশেষ সমন্বাগত [পারপ্রাপ্ত] বলে; পরমরূপধারী

বলে ; আসেচনক [অত্যন্তপ্রিয়] দর্শন বলে ; শান্তেন্দ্রিয় বলে ; শান্তমানস বলে ; সমর্থসম্ভারপরিপূর্ণ বলে ; উত্তম সমর্থপ্রাপ্ত বলে ; পরম-দম-সমর্থপ্রাপ্ত বলে ; সমর্থ বিদর্শন-আপরিপূর্ণ-সম্ভার বলে ; গুপ্ত জিতেন্দ্রিয়, নাগ [হস্তী] সদৃশ সুদান্ত, হ্রদসদৃশ নির্ম্মল, অনাবিল ও অতিপ্রসন্ন বলে ; সমুদায় ক্লেশ, বাসনা ও আবরণ বিহীন বলে ; দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত বলে ; পরমপুরুষ বলে ; অশীতি অনুব্যঞ্জন [লক্ষণ] পরিবারে [সমূহ] বিচিত্ররচিতগাত্র বলে ; পুরুষর্ষভ বলে ; দশবলসমন্বিত বলে ; চতুর্ব্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত, অনুত্তর পুরুষ, দম্য সারথি বলে ; শাস্তা বলে ; অষ্টাদশ আবেণিক বুদ্ধধর্ম্ম পরিপূর্ণ বলে ; আনন্দিত কায় বাক্ মন ও কর্ম্মান্ত বলে ; প্রতীত্য [বাহ্য বিষয়] সকলের উৎপত্তি ও একই ভাবে স্থিতি নিরোধ করাতে অনিমিত্ত বিহারী বলে ; সমুদায় আকার সম্বন্ধে অভীষ্টপ্রাপ্ত এবং সুপরিশোধিত জ্ঞানদর্শননিচয় জন্য শূন্যতাবিহারী বলে ; পরমার্থ সত্য নয়ে [সিদ্ধান্তে] প্রতিবোধ বশতঃ অপ্রণিহিত-বিহারী বলে ; সমুদায় প্রস্থানে [মার্গে] অলিপ্ত হেতু অনভি-সংস্কারগোচর বলে ; সর্ব্বসংস্কার প্রতিশুদ্ধত্ব হেতু অভূতবাদী বলে ; ভূতকোটিসম্বন্ধে অবিকোপিত [অবিসংবাদী] জ্ঞান বিষয় জন্য অবিতথান্যথাবাদী বলে ; তথাভূত ধর্ম্মধাতুর আকাশলক্ষণ জ্ঞান আয়ত্তকরণ জন্য অরণ্যধর্ম্মসুপ্রতিলব্ধ বলে ; মায়া, মরীচিকা, স্বপ্ন, এবং উদকগত চন্দ্রের শুরু প্রতিভা,

এই সকলের সমান করিয়া সমুদায় ধর্ম্মে [গুণসমূহে] বিহার করেন বলিয়া অমোঘদর্শনশ্রবণ বলে ; সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাণের হেতু উৎপাদন করেন বলিয়া অমোঘপদবিক্রমী বলে ; সত্য বিনয় পরাক্রম এসকলে বিক্রমশালী বশতঃ উৎক্ষিপ্তপরিখেদ বলে ; অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণাকে উচ্ছেদ করাতে স্থাপিতসঙ্ক্রম বলে ; নৈর্য্যাণিক [সমুদায় বিঘ্ন হইতে বাহির হইয়া আসিবার] প্রতিপৎ [জ্ঞান] ভালরূপে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া নির্জ্জিতমারক্লেশপ্রত্যর্থিক বলে ; সর্ব্বপ্রকার মারচর্য্যাবিষয়ে অনমুলিপ্ত বশতঃ উত্তীর্ণকামপঙ্ক বলে ; কামধাতু সর্ব্ব প্রকারে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া পাতিতমানধ্বজ বলে ; রূপধাতু সর্ব্বথা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া উত্থিত প্রজ্ঞাধ্বজ বলে ; অরূপ্যধাতু সমতিক্রান্ত জন্য সর্ব্বলোকবিষয়সমতিক্রান্ত বলে ; ধর্ম্মকায়রূপ জ্ঞানশরীর বশতঃ মহাক্রম বলে ; অনন্তগুণরত্ন ও জ্ঞানে কুসুমিত বিমুক্তিরূপ ফলপত্রসমন্বিত জন্য উদুম্বরপুষ্পসদৃশ বলে ; দুর্ল্লভপ্রাদুর্ভাবদর্শন জন্য চিন্তামণিরত্ন-মণিরাজসম বলে, যথানয় নির্ব্বাণের অভিপ্রায় ভালরূপে প্রতিপূরণ করেন বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত পাদপ বলে ; চিরকাল ত্যাগ, শীল, তপব্রত ব্রহ্মচর্য্য ও দৃঢ় সমাদান [নিত্যকর্ম্ম] বশতঃ অচল ও অপ্রকম্প জন্য বিচিত্র, স্বস্তিক-নন্দ্যাবর্ত্ত-সংস্থান-চক্রাঙ্কিত পদতল বলে ; চিরকাল প্রাণিগণের অতিক্রমকে বৈরমনে করিয়া [তাহাদিগের] গুণ বর্ণন ও প্রকাশ করেন জন্য

মৃদুতরুণহস্তপাদ বলে ; চিরকাল মাতাপিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার্হ [ঋত্বিক্] ও ধার্ম্মিকগণের রক্ষণ ও সর্ব্বতোভাবে পরিপালন জন্য এবং শরণাগতগণের অপরিত্যাগ জন্য আয়তপার্ষ্ণি বলে, চিরকাল প্রাণাতিপাতে উপরত জন্য দীর্ঘাঙ্গুলিক বলে ; চিরকাল প্রাণাতিপাত কেবের মনে করিয়া অপর জীবসম্বন্ধে কর্ত্তব্যপরায়ণ জন্য বহুজনত্রাতা বলে ; চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ গুরু ও দক্ষিণার্হগণের পূজা পরিচর্য্যা স্নান অনুলেপন, ঘৃততৈলাভ্যঙ্গ, স্বহস্তে শরীরের পরিকর্ম্ম, [কুঙ্কুমাদি লেপন] দ্বারা পরিশ্রান্ত জন্য জালাঙ্গুলিহস্তপাদ বলে ; চিরকাল দান, প্রিয়বাক্য, যথার্থতা, ক্রিয়া, ও সমানার্থতারূপ সংগ্রহবস্তু সমূহ দ্বারা সত্বসংগ্রহবিষয়ক নিপুণতায় সুশিক্ষিত জন্য উত্তুঙ্গপাদ বলে ; চিরকাল উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর নিপুণ ধ্যানসমন্বিত জন্য অষ্টাঙ্গদক্ষিণাবর্ত্ত রোমকূপ বলে ; চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরু দক্ষিণার্হ তথাগতচৈত্য এ সকলকে প্রদক্ষিণ করাতে ধর্ম্ম শ্রবণ করাতে এবং বিচিত্র রোমহর্ষণ পরসত্বসংহর্ষণ ধর্ম্ম উপদেশ ও প্রয়োগ করাতে ঐণেয়জঙ্ঘ বলে ; চিরকাল সৎক্রিয়া ও ধর্ম্ম শ্রবণ গ্রহণ ধারণ বাচন বিজ্ঞাপন অর্থ ও পদ বিনিশ্চয় ও এবং উত্তীর্ণ হইবার কৌশল দ্বারা জরা ব্যাধি ও মরণাভিমুখীন প্রাণিগণের আশ্রয় হওয়াতে আশ্রয় দান করাতে এবং সৎক্রিয়া ও ধর্ম্মোপদেশে অপ্রতিহত বুদ্ধি জন্য কোষোপগতবস্তিগুহ্য বলে ; চিরকাল শ্রমণ ব্রাহ্মণ এবং তদিতর

ব্রহ্মচারিগণের ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুগ্রহ, সর্ব্ববিধ সংস্কার বা শুদ্ধি পুনঃ প্রদান, নগ্ন [জৈনগণকে] বল দান, পরা-দারাভিমর্ষণবর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যের গুণ বর্ণন ও প্রকাশন, অপতাপ্যগণের [আর যাহাদিগকে তাপ দেওয়া সমুচিতনয় তাহাদিগের] অনুপালন এবং দৃঢ় সমাদান [নিত্যকর্ম্ম] বশতঃ প্রলম্ববাহু বলে ; চির কাল হস্তসংযত পাদসংযত, প্রাণিগণের প্রতি অনুৎপীড়ন ও মৈত্র বশতঃ, এবং কায়কর্ম্ম বাক্‌কর্ম্ম ও মানসকর্ম্ম সমন্বিত জন্য ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল বলে, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা অল্পাহারতা, উদারসংযম, ক্ষীণ জনে ভৈষজ্য দান, হীন জনে অপরিভব, অনাথ জনে অভাব [মোক্ষ] প্রদর্শন, তথাগতগণের বিশীর্ণ চৈত্যের প্রতিসংস্কার, স্তূপ স্থাপন, ভয়ার্দ্দিত প্রাণিগণকে অভয় প্রদান, এই সকল জন্য মৃদু তরুণ সূক্ষ্মচ্ছবি বলে, চিরকাল মাতাপিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরু দক্ষিণার্হগণকে স্নান, অনুলেপন, ঘৃততৈলাভ্যঙ্গ, শীতলোদক, উষ্ণোদক অনুষ্ণ অশীতোদক, ছায়া আতপ ও ঋতুভেদে সুখজনক উপভোগ্য প্রদান, মৃদু তরুণ তূলস্পর্শ সুকুমার বসনে সুন্দররূপে আচ্ছাদিত শয্যা ও আসন দান, তথাগত গণের চৈত্য সকলে সুগন্ধ তৈলসেক, সূক্ষ্ম পট্টবসন ধ্বজপতাকা গুণ [রজ্জু] দান করিতে সুবর্ণচ্ছবি বলে ; চিরকাল সমুদায় প্রাণীর অপ্রতিঘাত, মৈত্রীভাবনা, যোগ, ক্ষান্তি, সৌরভ্য, পরসত্ত্বগণের প্রতি প্রতিবাদিত্ব বৈর এবং দ্রোহা-

চরণের গুণ ও বর্ণ প্রকাশন, তথাগতচৈত্য এবং তথাগতপ্রতিমাসকলের সুবর্ণখচিত সুবর্ণপুষ্প সুবর্ণ চূর্ণ সুবর্ণ কিরণ সুবর্ণ বর্ণ পট্টবস্ত্রের পতাকা ধ্বজ অলঙ্কার সুবর্ণ পত্র সুবর্ণ বসন দান বশতঃ একৈক নিচিত রোমকূপ বলে, চিরকাল পণ্ডিতগণের নিকট গমন, কুশলাকুশল জিজ্ঞাসন, সদোষ নির্দ্দোষ সেব্য অসেব্য হীন মধ্য প্রণীত ধর্ম্মসমুদায়সম্বন্ধে প্রশ্ন, অর্থমীমাংসা, পরিতুলন, অসম্মোহ, এবং তথাগত সকলের চৈত্যের কীট লূতালয়, অঞ্জলি নির্ম্মাল্য নানাতৃণ, শর্করা [উপলখণ্ড] উদ্ধরণ কার্য্যে নিযুক্ত বশতঃ সপ্তচ্ছদ বলে, চিরকাল মাতাপিতা শ্রেষ্ঠ পূজ্য শ্রমণ ব্রাহ্মণ ও দীন যাচকদিগকে এবং অভ্যাগতগণকে সৎকার করিয়া যথাভিপ্রায় অন্নপান আসন বস্ত্র উপাশয় [জলপাত্রাদি] প্রদীপ, ইচ্ছানুরূপ জীবিকা ও ভূষণ প্রদান, কূপ পুষ্করিণী শীতলজলপরিপূর্ণ মহাজনোচিত উপভোগ প্রদান জন্য সিংহপূর্ব্বার্দ্ধকার বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরু দক্ষিণার্হ ব্যক্তিগণের নিকটে অবনতি, প্রশমন, অভিবাদন অভয়দান, দুর্ব্বলগণের অপরিভব, শরণাগতগণের অপরিত্যাগ, দৃঢ় সমাদান, [নিত্য কর্ম্ম] এবং অনুৎসঙ্গ [অনুচিত আসক্তি বর্জ্জন] জন্য চিত্তান্তরাংশে বলে, চিরকাল স্বদোষ পরিতুলন, পরছিদ্র পরদোষ দর্শন বর্জ্জন, বিবাদের মূল ও পরভেদকর মন্ত্রণা পরিহার, সুপ্রতিনিসর্গ [সহজ সুন্দর] মন্ত্র,

[মন্তব্য] সুন্দররূপে রক্ষিত বাক্ কর্ম্মান্ত জন্য সুসংবৃতস্কন্ধ বলে ইত্যাদি ইত্যাদি *। ল, বি, ২৬ অ।

বুদ্ধ দৃষ্টিতে পূজা।

যে সকল প্রাণী আমাকর্ত্তৃক বুদ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা শারি পুত্রের তুল্য। যে কেহ তাহাদিগকে পূজা করিবে কোটিকল্প যাবৎ গঙ্গার যত বালুকা তৎসম পুণ্যরাশি লাভ করিবে। অহোরাত্র যে ব্যক্তি হৃষ্টমনে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা প্রত্যেক বুদ্ধের অর্চ্চনা করিবে, পূর্ব্বোক্ত পুণ্যানুষ্ঠান হইতে এ ব্যক্তি বিশেষ। * * * * এক জন তথাগত-কেও যদি এক ব্যক্তি "অর্হতে নমঃ" বলিয়া প্রসন্নচিত্তে একবার প্রণাম করে, তাহা হইতেও তাহার শ্রেষ্ঠতর পুণ্য হয়। যদি সমুদায় প্রাণী বুদ্ধ হয়, এবং তাহাদিগকে পূর্ব্বে যে প্রকার অনেকে পূজা করিয়াছিল সেই প্রকারে

---

*আমরা আরও অনেক দূর অনুবাদ করিয়াও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সমুদায়াংশ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কেন না অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এ দুই একত্র সংযোগ না করিলে এ সকল সকলের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইবে। আমরা যত দূর প্রকাশ করিলাম ইহাতে আমাদিগের অভিপ্রায় এক প্রকার সিদ্ধ হইল, যাঁহারা সমুদায় দেখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা মূল গ্রন্থের অনুসরণ করিবেন। এখনও সত্তরটি ব্যাখ্যা অবশিষ্ট রহিল।

দিব্য পুষ্প ও মনুষ্যলোকের উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা পূজা করে, তৎপরায়ণ লোক কল্যাণ লোক [প্রাপ্ত হইবে]। ইত্যাদি। ল. বি.-২৭অ.।

গ্রন্থ সম্মাননা।

ললিতবিস্তরের পঠন পাঠনাদিতে এই সকল লাভ হয়;

অষ্টধর্ম্ম।

উৎকৃষ্ট রূপ, উৎকৃষ্ট বল. উৎকৃষ্ট পরীবার, উৎকৃষ্ট প্রতিভা, উৎকৃষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্য, উৎকৃষ্ট চিত্তশুদ্ধি, উৎকৃষ্ট সমাধি-সম্পৎ, উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞাবভাস।

অষ্ট আসন।

শ্রেষ্ঠের আসন, গৃহপতির আসন, চক্রবর্ত্তীর আসন, লোকপালের আসন, ইন্দ্রের আসন, বশবর্ত্তীর * আসন, ব্রহ্মার আসন, বোধিসত্ত্বের আসন।

অষ্ট বাক্ শুদ্ধি।

যথাবাদিতা তথাকারিতা, আদেয়বচনতা, গ্রাহ্যবচনতা,

---

* বশবর্ত্তীনামা দেবরাজ তাঁহার আসন।

শ্লক্ষ [মনোজ্ঞ] বচনতা, কলবিঙ্ক রুত-স্বরতা, মধুরবচনতা, ব্রহ্মস্বরতা, সিংহঘোষাভিগর্জ্জিতস্বরতা, বুদ্ধস্বরতা †।

অষ্ট মহানিধান।

স্মৃতি, অপ্রতি (?), গতি, ধারণী, প্রতিভান, ধর্ম্ম, বোধিচিত্ত ‡, প্রতিপত্তি।

অষ্ট সম্ভার।

দান, শীল, শ্রুত, সমর্থ, § বিদর্শন, পুণ্য, জ্ঞান, মহাকরুণা।

অষ্ট মহাপুণ্যতা।

রাজচক্রবর্ত্তিত্ব, দেবাধিপত্য, ইন্দ্রত্ব, সুযামদেবপুত্রত্ব, সন্তুষিতত্ব, সুনির্ম্মিতত্ব, বশবর্ত্তিত্ব, তথাগতত্ব।

অষ্ট চিত্তনৈর্ম্মল্য।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, চতুর্ব্বিধ ধ্যান, চতু-

---

† বুদ্ধস্বরতা নবম হইতেছে। বোধ হয় একবুদ্ধে সমুদায় মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বতন্ত্র সংখ্যা মধ্যে পরিগণিত হয় নাই।

‡ ত্রিরত্নের ক্রমপরম্পরার উচ্ছেদ হয় না বলিয়া বোধিচিত্ত।

§ পারিভাষিক শব্দ গুলি ধর্ম্মালোকোপায়ে সুস্পষ্ট হইবে।

বিধ অরূপ্যসমাপত্তি, পঞ্চ অভিজ্ঞা, সর্ব্ববাসনানুসন্ধান তিরোধান।

অষ্ট ভয়নিবারণ।

রাজ্য, চোর, সর্প, দুর্ভিক্ষ, পরস্পর কলহ বিবাদ যুদ্ধ, দেবতা, নাগ ও যক্ষ, এবং সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে যে ভয় উপস্থিত হয় তাহার নিবারণ।

বৌদ্ধদর্শন।

স্বয়ম্ভু শাক্যমুনি কৌণ্ডিন্যকে সহস্র অযুত অঙ্গে সমুদ্গত ব্রহ্মস্বর এবং কিন্নরকণ্ঠনিঃসৃতগম্ভীরনিনাদসদৃশ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, যে বাক্য বহুকল্প কোটি পর্য্যন্ত সত্য সুভাষিত [বলিয়া] নিয়ত [প্রসিদ্ধ থাকিবে]। চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ ও জিহ্বা অনিত্য এবং অধ্রুব, শরীর ও মন দুঃখজনক, অনাত্মীয়, অপদার্থ, শূন্যস্বভাব, তৃণ ও প্রাচীর সদৃশ জড়স্বভাবসম্পন্ন নিশ্চেষ্ট, এখানে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই। কারণরূপে প্রতীয়মান এই সমুদায় পদার্থ যথার্থ দৃষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়, এবং আকাশের ন্যায় প্রকাশ পায়, [এসকলের] কর্ত্তাও নাই, জ্ঞাতাও নাই, [উৎপত্তির মূল] কর্ম্মও নাই, শুভ এবং অশুভ অনুষ্ঠান সমুদায় দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যায় স্কন্ধ সমুদায় প্রতীত হইয়া দুঃখের উদয় হয়, তৃষ্ণাসলিল দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া উহা আরো প্রকাশ

পায়, ধর্ম্মসমতাখ্য পন্থাযোগে দেখিলে অত্যন্ত ক্ষীণ ক্ষয়ধর্ম্মবিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সঙ্কল্প বিকল্পজনিত অপ্রণিধান হইতে অবিদ্যা সমুৎপন্ন হয়। যে কেহ অবিদ্যার জন্মদাতা সেই সংস্কারের কারণ প্রদান করে, ইহার [অন্যত্র] সংক্রমণ নাই। [সংস্কারের] সংক্রমণ প্রতীতি হইতেই বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ সমুৎপন্ন হয়। নাম ও রূপ হইতে ষড়িন্দ্রিয়ের উদয় হয়, ষড়িন্দ্রিয়ের একত্র সম্মিলন স্পর্শনামে উক্ত হয়, স্পর্শ হইতে ত্রিবিধ বেদনা প্রবর্ত্তিত হয়। যাহা কিছু বেদনানুভব হয়, তৎসমুদায় তৃষ্ণা সহকারে কথিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বেদনা হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা হইতে সমুদায় দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি। [তৃষ্ণাজনিত] উপাদান হইতে সমুদায় ভবপ্রবৃত্তি [জন্ম], ভব প্রবৃত্তি হইতে জাতি উদিত হয়। জাতি হইতে জরা ব্যাধি দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই ভব পিঞ্জরে উপপত্তি এক প্রকার নয় বিবিধ। জগতের প্রত্যয় হইতে এইরূপে সমুদায় হয়। জীবাত্মাও নাই, সংক্রমকও কেহ নাই। যাহাতে সংকল্প নাই, বিকল্প নাই, যোনি নাই, নাম নাই, অথচ প্রণিধান আছে, সেখানে অবিদ্যা থাকে না। যাহার অবিদ্যা নিরোধ হয়,সমুদায় ভবাঙ্গ ক্ষয় হয় ক্ষীণ হয়,ক্ষয় নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে প্রতীত্তি হইতে তথাগত দ্বারা বুদ্ধ হন, স্বয়ম্ভু বুদ্ধ আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, এ সকলকে বুদ্ধ বলি না, [যেখানে]

অনাত্র কারণ অনুভূত হয় না, সেই স্থলে বুদ্ধ হন। এখানে পরবর্ত্তী তীর্থিকগণের [পথ] নির্ম্মাণের ভূমি নাই। ঈদৃশ শূন্যবাদ ধর্ম্মযোগে যাঁহারা পূর্ব্ববুদ্ধের চরিত্র লাভ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এ ধর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম। এইরূপে কৌণ্ডিন্যবিদিত দ্বাদশাকার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল এবং রতনত্রয় নিষ্পন্ন হইল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ এই রতনত্রয়। ব্রহ্মপুরের আলয় পর্য্যন্ত শব্দ [শাস্ত্র] পরম্পরা ক্রমে সমাগত। ল, বি, ২৬ অ।

অষ্টোত্তর শত

ধর্ম্মালোকোপায়।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুনরায় সেই মহতী দেবসভা দর্শন করিয়া বলিলেন "হে মহাভাগগণ, ইহলোক হইতে ভূলোকে গমন কালে দেবতাগণের হর্ষবর্দ্ধক ধর্ম্মালোকোপায় শ্রবণ কর, যাহা বোধিসত্ত্বগণ এই সকল দেব পুত্রগণকে বলিয়াছেন। হে মহাভাগগণ, ধর্ম্মালোকোপায় অষ্টোত্তর শত যাহা অবশ্যই ভূতলে গমনকালে বোধিসত্ত্বকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টোত্তর শত কি কি ? হে মহাভাগগণ, শ্রদ্ধা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অভেদ্যচিত্ততা অর্থাৎ চিত্ত অভিন্নভাবে একই বিষয়ে স্থিতি করে; প্রসাদ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনির্ম্মল চিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়; প্রামোদ্য

ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ হয়; প্রীতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি উপস্থিত হয়; কায়সংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ত্রিবিধ কায়ের পরিশুদ্ধি হয়; বাক্যসংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চারি প্রকার বাগ্‌দোষ পরিহার হয়; মনঃসংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অভিধ্যা, দ্রোহচিন্তা, মিথ্যাদৃষ্টি তিরোহিত হয়; বুদ্ধানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায় ইহা দ্বারা দৃষ্টিশুদ্ধি হয়; ধর্ম্মানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মোপদেশবিশুদ্ধি হয়; সঙ্ঘানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ন্যায়ের [বিচারের] হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়; ত্যাগানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় উপাধির প্রতি নিঃসঙ্গভাব উপস্থিত হয়; লীলানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রণিধান পূর্ণতা লাভ করে; দেবানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্ত উদার হয়; মৈত্রী ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বোপাধিক পুণ্যক্রিয়া এবং বস্তু বিষয়ে সম্যক্ চিন্তা প্রবর্ত্তিত হয়; করুণা ধর্ম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা অহিংসা উপস্থিত হয়; মুদিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদয় উদ্যম সমাকৃষ্ট হয়; উপেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কামবিষয়ে জুগুপ্সা উপস্থিত হয়; অনিত্য প্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কামরূপ্য অর্থাৎ যখন যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ রূপধারণে সামর্থ্য এবং অরূপ্যরাগ অর্থাৎ ক্ষয়শীল স্বর্গাদির প্রতি অনুরাগ, এ দুই নিবৃত্ত হয়;

দুঃখপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বিষয়াভিনিবেশের উচ্ছেদ হয় ; অনাত্ম প্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আপনার প্রতি অভিনিবেশ তিরোহিত হয় ; শান্ত-প্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কোন একটি বিষয়ের অনুসরণ এবং তাহার তত্ত্বোদ্ভাবন উপস্থিত হয় ; হ্রী ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অধ্যাত্মোপশম অর্থাৎ তাদ্বষয়ের অভিমান নিবৃত্ত হয় ; অপত্রাপ্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বহিঃপ্রশম অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের অভিমান নিবৃত্ত হয় ; সত্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দেব ও মনুষ্য মধ্যে অবিসংবাদ উপস্থিত হয় ; ভূত [ঠিক যেমন তেমনি দেখা] ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আপনার সঙ্গে আপনার অবিসংবাদ উপস্থিত হয় ; ধর্ম্মচরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মের দিকে গতি হয় ; ত্রিশরণ * গমন ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ত্রিবিধ অপায় অতিক্রম করিতে পারা যায় ; কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যাহা কিছু কুশল সাধিত হয় তাহার মূল প্রণষ্ট হয় না ; কৃতবেদিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা পরের প্রতি সম্মাননা উপস্থিত হয় ; আত্মজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আত্মার গূঢ়

---

* ত্রিশরণ শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধ, সুতরাং ত্রিশরণ গমন ইহার অনুবাদ বুদ্ধের অনুসরণ অনায়াসে করা যাইতে পারে।

সামর্থ্য সকল উদ্ভূত হয়; সত্ত্বজ্ঞানতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরের বিপদ্ সহ একতা উপস্থিত হয়; ধর্ম্মজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মানুধর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞান সমুপস্থিত হয়; কালজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনিষ্ফল দৃষ্টি হয়; নিহতমানতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা জ্ঞানসম্পন্নতা পূর্ণতা লাভ করে; অপ্রতিহতচিত্ততা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আত্মাতে যে বল লাভ হয় তাহা রক্ষা করিতে পারা যায়; অনুপনাহ [বন্ধনশূন্যতা] ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিষ্ক্রিয় হওয়া যায়; অধিমুক্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধতার পরাকাষ্ঠা লাভ হয়; অশুভপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কামও বিতর্ক বিনষ্ট হয়; অব্যাপাদ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দ্রোহচিন্তা ও বিতর্ক বিনষ্ট হয়; অমোহ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সকল প্রকারের অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়; ধর্ম্মার্থিকতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা [যথার্থ] অর্থের দিকে গতি হয়; ধর্ম্মকামতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা লোক অধিকৃত হয়; শ্রুতপর্য্যেষ্টি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যোনিশোধন এবং ধর্ম্মপ্রত্যবেক্ষণ উপস্থিত হয়; সম্যক্ প্রয়োগ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহার দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধি হয়; নামরূপপরিজ্ঞান ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সকল প্রকারের আসক্তি অতিক্রম করিতে পারা যায়; হেতুদৃষ্টিসমুদ্ঘাট ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বিদ্যা ও অধিমুক্তি অধিকৃত হয়; অনুনয়প্রতিঘপ্রহাণ অর্থাৎ যথার্থ সিদ্ধান্ত

সমূহের প্রতিরোধী ভাবের বিনাশ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা উৎপত্তি ও নূতন নাম লাভের অভাব হয়; স্কন্ধকৌশল্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দুঃখপরিজ্ঞান উপস্থিত হয়; ধাতুসমতা ধর্ম্মালোকাপায়, ইহা দ্বারা [দুঃখ-স্কন্ধের] সমুদয় বিনষ্ট হয়; আয়তনাপকর্ষণ ধর্ম্মালোকো-পায়, ইহা দ্বারা মার্গচিন্তা সমুপস্থিত হয়; অনুৎপাদ-ক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিরোধ সাক্ষাৎকার হয়; কায়গতস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কায়-বিবেক উপস্থিত হয়; বেদনাগতানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় অবদিত [নিন্দা] বিষয়ের বিরাম হয়; চিত্তগতানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা মায়োপচিত বিষয় সকলের প্রত্যবেক্ষণ হয়; ধর্ম্মগতানুস্মৃতি ধর্ম্মা-লোকোপায়, ইহা দ্বারা বিতিমির জ্ঞান উপস্থিত হয়; চারি সম্যক্ প্রহাণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অকুশলধর্ম্মের বিনাশ এবং সর্ব্বপ্রকার কুশলের পরিপূর্ণ হয়; চারি ঋদ্ধিপাদ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা শরীর ও চিত্তের লঘুতা উপস্থিত হয়; শুদ্ধেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরের প্রতি প্রণয়বশ্যতা হয়; বীর্য্যেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুচিন্তিত জ্ঞান উপস্থিত হয়; স্মৃতীন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুকৃতকর্ম্মতা হয়; সমাধীন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্তের বিমুক্তিলাভ হয়; প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ

জ্ঞান জন্মে; শ্রদ্ধাবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা মারবল অতিক্রম করিতে পারা যায়; বীর্য্যবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরিবর্ত্তনশীলতা উপস্থিত হয়; স্মৃতিবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অসংহার্য্য হয়; সমাধিবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের বিতর্ক বিনষ্ট হয়; প্রজ্ঞাবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনবমৃদ্যতা [অপরিমর্দ্দনীয়তা] উপস্থিত হয়; স্মৃতিসম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যথাবৎ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়; ধর্ম্মপ্রবিচয় সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় ধর্ম্মের পরিপূর্ত্তি হয়; বীর্য্য সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুবিচিত্ত বুদ্ধি সমুপস্থিত হয়; প্রীতি সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহার দ্বারা চিত্তাতে একতা হয়; প্রশ্রব্ধি সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কৃতকরণীয়তা উপস্থিত হয়; সমাধি সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমতানুরোধ জন্মে; উপেক্ষা সমাধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের উপপত্তির প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয়; সম্যক্ দৃষ্টি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ন্যায়ের [বিচারের] হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়; সম্যক্ সঙ্কল্প ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় প্রকারের কল্প বিকল্প পরিকল্পের বিনাশ হয়; সম্যক্ বাক্ ধর্ম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকারের অক্ষর, শব্দ, ও নিনাদ বাক্‌পথে নিনাদিত হইয়া কেবল

সমতারই বোধ উৎপাদন করে; সম্যক্ কর্ম্মান্ত ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা স্বকর্ম্মবিপাক উপস্থিত হয়; সম্যক্ আজীব ধর্ম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার [ভোগজনিত] হর্ষের বিরাম হয়; সম্যক্ ব্যায়াম ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা পরপারে গমন হয়; সম্যক্ স্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা মন হইতে অসাকল্য স্মৃতি তিরোহিত হয়; সম্যক্ সুসমাধি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অকোপ্য [অবিচলিত] চিত্ত সমাধি অধিকার করে; বোধিচিত্ত ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা তিন বংশের অনুচ্ছেদ উপস্থিত হয়; আশয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা হীন যানের প্রতি অস্পৃহা হয়; অধ্যাসযোগ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা উদার বুদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন হয়; প্রয়োগ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কুশল ধর্ম্মের পরিপূরণ হয়; দানপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা লক্ষণ প্রকাশক বুদ্ধক্ষেত্রের পরিশুদ্ধি এবং মৎসর স্বভাবের মাৎসর্য্যপরিহার হয়; শীলপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বক্ষণ যে অপায় উপস্থিত হয় তাহা অতিক্রম করা যায়, দুঃশীল স্বভাবের দুঃশীলতা পরিহার হয়; ক্ষান্তি পারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বদ্রোহাচরণ, নিখিল দোষ, মান মদ ও দর্প বিনষ্ট হয়, দ্রোহানুরক্তচিত্তের তৎস্বভাব পরিহার হয়; বীর্য্যপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ কুশলমূল ধর্ম্মালোকোপায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এবং

একান্ত অবসন্ন স্বভাবের তদ্দোষ পরিহার হয়; ধ্যান পারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিষয়ে অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়, বিক্ষিপ্তচিত্তের তৎস্বভাব পরিহার হয়; প্রজ্ঞাপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অবিদ্যা, মোহ, তম ও অন্ধকারাধিকৃত দৃষ্টি তিরোহিত হয়, দুষ্প্রজ্ঞ স্বভাবের পরিপাক হয়; উপায় কৌশল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যে প্রাণী যে প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে তাহার উপায় ও পথ প্রদর্শন হয়, এবং সর্ব্ব বুদ্ধধর্ম্মের অবিলোপ উপস্থিত হয়; চারি সংগ্রহ বস্তু ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সত্ত্বসংগ্রহ, সম্বোধিপ্রাপ্তি, এবং ধর্ম্মপ্রত্যবেক্ষণ হয়; সত্ত্বপরিপাক ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনাত্মসুখে চিত্তের একতানতা তিরোহিত এবং [তাহাতে] ক্লেশ উপস্থিত হয়; সদ্ধর্ম্মপরিগ্রহ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ স্বাভাবিক ক্লেশের বিনাশ হয়; পুণ্যসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমগ্র স্বভাবের উপজীব্য লাভ হয়; জ্ঞানসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দশবল পরিপূরণ হয়; সমর্থসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা তথাগতের সমাধি অধিকৃত হয়; বিদর্শনসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রজ্ঞাচক্ষু অধিকৃত হয়; প্রতিসংবিৎ অবতার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মচক্ষু অধিকৃত হয়; পরিসরণাবতার ধর্ম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা বুদ্ধচক্ষুঃপরিশুদ্ধি হয়; ধারণী প্রতিলম্ভ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধবচনের

ধারণা হয়; প্রতিভানপ্রতিলম্ভ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুভাষিতকরণক সমুদায় সত্ত্বের সন্তোষ সাধন হয়; আনুলোমিক ধর্ম্মক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধধর্ম্মের অনুলোমনতা [সামঞ্জস্য] সম্পাদন হয়; অনুৎপত্তিক ধর্ম্মক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা [ধর্ম্ম] প্রকাশনে সামর্থ্য লাভ করা যায়; অবৈবর্ত্তিক ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধধর্ম্মের পরিপূরণ হয়; ভূমি হইতে ভূমি সংক্রান্তি জ্ঞান ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞগণের জ্ঞানাভিষেক প্রাপ্ত হওয়া যায়; অভিষেকভূমি ধর্ম্মালোকোপায়, * ইহা দ্বারা অবক্রমণ [অবতরণ] জন্ম, নিষ্ক্রমণ, দুষ্কর চর্য্যা, বোধিমণ্ডলোপসংক্রমণ, মারধ্বংসন, বোধিবিবোধন, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন, মহাপরিনির্ব্বাণ সন্দর্শন উপস্থিত হয়। হে মহাভাগগণ, এই সেই অষ্টোত্তর শত ধর্ম্মালোকোপায়, যাহা অবশ্য বোধিসত্ত্ব পৃথিবীতে আগমন কালে দেবসভায় প্রকাশ করিয়াছেন। ল. বি, ৪ অ।

---

* এইটি অধিক হইতেছে। বোধ হয় সমুদায়ের সমষ্টিতে ইটি উপস্থিত হয় বলিয়া স্বতন্ত্র পরিগণিত হয় নাই।

সগুণবাদ।

তেবিজ্জ [ত্রৈবিদ্য] সূত্রের সার *।

এক সময়ে মহাত্মা শাক্য পাঁচ শত শিষ্য সমভিব্যাহারে কোশলরাজ্যে বিচরণ করিতে ২ ব্রাহ্মণগণের নিবসতি মনসাকট গ্রামের দক্ষিণ অচিরবতী নদীর কূলে চূতবনে আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই সময়ে বাশিষ্ঠ এবং ভারদ্বাজ নামা দুই জন ব্রাহ্মণ যুবা ব্রহ্মসাযুজ্য [ব্রহ্ম সহ একতা] কি প্রকারে লাভ হয় এতৎসম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত করে। এক জন তৎসমকালের উপাধ্যায় তারুক্ষ, অপর জন উপাধ্যায় পুষ্করসাদির মত অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না। বুদ্ধদেবের খ্যাতিতে তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা এবিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিবার জন্য তাঁহার সমীপে আগমন করিল। ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের সহজ পন্থা কি, উভয়ে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে গোতম বলিলেন, তোমরা উভয়েই স্ব স্ব পন্থাকে ঠিক বলিতেছ, তবে আর বিবাদ কেন? তাহারা উত্তর করিল, অধ্বর্য্যু, তৈত্তিরীয়, ছন্দোগ, ছান্দস, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করেন, অথচ এক গ্রামে প্রবেশ

---

* বিগত চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয়।

করিবার যেমন বহু পথ থাকে, এ সকল তেমনই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহাদিগের সকল পন্থাই কি মুক্তি-প্রদ? সকল পন্থা দিয়াই কি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়? গোতম বলিলেন, তোমরা সকল পন্থাকেই কি ঠিক বল? তাহারা উত্তর করিল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিবেদবিৎ প্রাচীন ঋষিগণ বেদবক্তা, বেদশিক্ষক, বেদাধ্যায়ী, তাঁহারা অথবা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের সপ্তমপুরুষ মধ্যে কেহ কি ব্রহ্মাকে * সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন? তাহারা উত্তর করিল না। তিনি বলিলেন তবে ত্রিবেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিতেছেন, "যাঁকে আমরা জানি না, যাঁকে আমরা দেখি নাই, তাঁর সঙ্গে কি প্রকারে যোগ হয় তার পথ আমরা দেখাইতে পারি। এই সোজা পথ, এই পথে তাঁহার কাছে যাওয়া যায়, এইরূপ কাজ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়।" একি মূর্খের কথা নহে? দশ জন অন্ধ যদি হাত ধরাধরি করিয়া চলে, তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তী, পশ্চাদ্বর্ত্তী বা

---

* সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, সর্ব্বজগতে প্রবিষ্ট পুরুষ [শুদ্ধ জীব] ব্রহ্মা সকলের উপাস্য ছিলেন, পরিশেষে শিব ও বিষ্ণু তাঁহার স্থলাধিকার করিয়াছেন। আমি স্রষ্টা এই অভিমানযুক্ত মায়োপহিত চৈতন্য-শঙ্করমতে ঈশ্বর। ইনিই ব্রহ্মা, শুদ্ধজ্ঞানোদয়ে ইহাঁর অস্তিত্ব থাকে না। বেদান্ত-সিদ্ধ সময়ে ব্রহ্মাই সগুণোপাসনার বিষয়। সুতরাং তিনিই গোতম কর্ত্তৃক এ স্থলে গৃহীত হইয়াছেন।

মধ্যবর্ত্তী কেহ কি দেখিতে পায়? ইহারা সূর্য্যের স্তব করে, চন্দ্রের স্তব করে, প্রার্থনা করে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারে, এই সোজা পথে চন্দ্র বা সূর্য্যের সঙ্গে মিলিত হইতে পারা যায়? এক জন এক নারীর প্রতি মুগ্ধ। তাহাকে তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাহার প্রতি মুগ্ধ তাহার নাম কি, তাহার বংশ কি, সে দীর্ঘকায় না খর্ব্বকায়, তাহার বর্ণ কি, কোথায় তাহার নিবাস? সে উত্তর করিল, আমি ইহার কিছুই জানি না, অথচ ভাল বাসি। এ ব্যক্তি কি মূর্খ নয়? এক ব্যক্তি এক অট্টালিকায় আরোহণ করিবার জন্য অধিরোহণী নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাকে এক জন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে অট্টালিকায় আরোহণ করিবার জন্য ইটি নির্ম্মাণ করিতেছ, সে গৃহ কোন্ দিকে, কি আকার, তাহার উচ্চতা গভীরতা কত বল। সে বলিল আমি ইহার কিছুই জানি না, অথচ তাহাতে আরোহণ করিব। এব্যক্তি কি মূর্খ নয়? এক জন নদীর কূলে দণ্ডায়মান। পার হইবার জন্য যদি সে অপর কূলকে আহ্বান করে, তবে কি সে মূর্খ নহে! অথচ এই সকল ব্রাহ্মণেরা যে সকল গুণ অভ্যাস করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, সে সকল না করিয়া যে সকল গুণ অভ্যাস করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না সেই সকল অভ্যাস করে এবং বলে "হে ইন্দ্র, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে বরুণ, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে ঈশান, আমরা

তোমায় আহ্বান করি, হে প্রজাপতে, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে যম, আমরা তোমায় আহ্বান করি।" নিশ্চয়ই ইহারা আহ্বান করে, প্রার্থনা করে, আশা করে, স্তব করে বলিয়া মৃত্যুর অন্তে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে না। এক জন নদী পারে আসিয়া নদী পার হইবে মনে করে, অথচ তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সে কি পার হইতে পারে? শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বন্ধনে আবদ্ধ, কাম, হিংসা, আলস্য, অভিমান, ও সংশয়াবরণে আবৃত; তত্তদ্বিষয়ে বিঘ্নসঙ্কুল, অথচ ব্রাহ্মণ্যলাভের সদ্গুণাভ্যাসে বিরত, তদ্বিপরীত-গুণাভ্যাসে সর্ব্বদা নিরত, এ সকল লোক মৃত্যুর অন্তে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবে, ইহা মূলেই অসম্ভব। আচ্ছা, ব্রহ্মার কি স্ত্রী আছে, ধন আছে, ক্রোধ আছে, তিনি কি অবিশুদ্ধচেতা, তিনি কি অবশীভূতাত্মা? তাহারা উত্তর করিল, না। তিনি বলিলেন, যাঁহার এসকল নাই, তাঁহার সঙ্গে যাহাদিগের এ সকলই আছে তাহাদিগের সাযুজ্য লাভ কি প্রকারে হইবে? যেখানে উভয়ের মধ্যে ঈদৃশ বিপরীত গুণ, সেখানে মিলনের সম্ভাবনা নাই। এ জন্যই বেদবিদ্গণের জ্ঞানকে মরুভূমি, পথবর্জ্জিত অরণ্যানী, এবং বিনাশের কারণ বলা যায়। মনে কর, এক জন এই মনসাকটে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এখানে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার নিকটে কি ইহার কোন পথ অজ্ঞাত বা সংশয়ের

বিষয়? তাহার যদিও অজ্ঞাত বা সংশয়ের বিষয় হয় তথাপি জানিও কোন্ পথে ব্রহ্মলোকে গমন হয় এসম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তথাগতের সংশয় হইতে পারে না। কেন না ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোক, কোন্ পথে সেই লোকে যাওয়া যায়, আমি জানি। এমন কি কে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কে তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমার বিদিত। তথাগত এই জন্যই লোকশিক্ষার জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবীতে সমাগত হন।

অনন্তর মহামতি গৌতম ব্রাহ্মণযুবকদ্বয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ভূতানুগ্রহ, মধুর বচন, অগ্রাম্য মিত বাক্য, অপ্রতিগ্রহ প্রভৃতি উপদেশ করিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ইহার বিপরীত আচরণ প্রদর্শন করিলেন। অনেক শ্রমণ ব্রাহ্মণ অনুগত শিষ্যগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পান ভোজন আমোদ প্রমোদ অক্ষক্রীড়া উচ্চাসন গন্ধদ্রব্য বসন ভূষণ প্রভৃতিতে আসক্ত, জ্ঞানাভিমানে পরপরাভবে নিযুক্ত, আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায় ধনলোভে পরের দাসত্বে রত, গ্রহাদির গণনা দ্বারা ভবিষ্যৎ কথন, বন্ধ্যাত্বাদি নিবারণ জন্য ঔষধ কবচাদি দান, ইত্যাদি ছল বঞ্চনায় নিরত, প্রতিমোক্ষের নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিগণ কখন এরূপ নহে। নিয়ত ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ইহাঁদিগের হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অসীম প্রেম, করুণা, সহানুভূতি ও সমতা উপস্থিত হয় এবং এই সকল

গুণে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। ব্রহ্মার স্ত্রী নাই, ধন নাই, ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, অবিশুদ্ধচিত্ততা নাই, তিনি সংযতাত্মা, ভিক্ষুও সেইরূপ। অতএব ভিক্ষুই ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবেন *।

---

* মহাসুদশ্শন [মহাসুদর্শন] সূত্রে শাক্য বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বজন্মে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। সে জন্মে সপ্তরত্ন এবং ব্রহ্মবিহার [প্রেম, করুণা সহানুভূতি, সমতা,] লাভ করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। এজন্মে ব্রহ্মে স্থিতি তিনি স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সগুণসহ একত্বের পর নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি শাক্যের অভিমত বিলক্ষণ প্রতীত হয়।